إِذَا وَقَبَ - وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ - وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ *

অর্থঃ- আপনি বলুন যে, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতা হতে, আর অন্ধকার রাত্রির অপকারিতা হতে, যখন (তা) এসে উপস্থিত হয়, আর (যাদু-তাগার) গ্রন্থিসমূহের উপর পড়ে পড়ে ফুৎকার কারিনীদের অপকারিতা হতে; এবং হিংসা পোষণকারীর অপকারিতা হতে যখন সে হিংসা করে থাকে। (সূরাঃ ফালাক্-১-৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - إِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ *

অর্থঃ- আপনি বলুন যে, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি-মানব কুলের প্রতিপালকের, মানব বৃন্দের অধিপতির, সমস্ত মানবের মাবূদের, কুপ্ররোচণা প্রদানকারী, পশ্চাদাপসরণকারীর (অর্থাৎ, শয়তানের) অপকারিতা হতে, যে মানব মণ্ডলীর অন্তর সমূহে কু প্ররোচনা প্রদান করে, সে জ্বিন হোক কিংবা মানব। (অর্থাৎ, মানব ও জ্বীন উভয় শ্রেণীর শয়তান হতে আশ্রয় চাচ্ছি।)

(সূরাঃ নাস-১-৬)

ব্যাখ্যাঃ- সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফিয ইবনু কাইয়্যেম (রহঃ) উভয় সূরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিসীম এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের

কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, জনৈক ইয়াহুদী রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জনৈক ইয়াহুদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রন্থি ছিল। তিনি গ্রন্থিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইয়াহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইয়াহুদীকে কিছু বলেননি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইয়াহুদী রীতিমত দরবারে হাযির হত।

সহীহ্ বুখারীতে আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর জনৈক ইয়াহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি আয়িশা (রাঃ)-কে বললেনঃ আমার রোগটা কি, আল্লাহ্ তাআলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দু'ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য জনকে বলল, তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল ঃ ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ কে জাদু করল? উত্তর হল, ইয়াহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনু আ'সাম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হলঃ কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি

কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বির যরওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কূপে গেলেন এবং বললেনঃ স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। আয়িশা (রাঃ) বললেনঃ আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্ তাআলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্যে কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত।)

কাফিরদের ক্ষমা নেই

(১) শানে নুযূলঃ- কতিপয় কাফির মক্কা হতে মদীনায় এসে বলল, আমরা মুসলিম মুহাজির। অতঃপর বাণিজ্যের ভান করে মক্কায় ফিরে যায়। পুনঃ তারা প্রত্যাবর্তন করেনি। মুসলমানদের কেউ তাদেরকে কাফির বলল, আর কেউ মুমিন বলল। নিম্নোক্ত আয়াতে তাদেরকে কাফির আখ্যা দিয়ে হত্যার আদেশ হয়েছে।

فَمَا لَكُمْ فِى الْمُنٰفِقِيْنَ فِئَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوْا ـ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ـ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ سَبِيْلًا*

অর্থঃ- *তোমাদের কি হল যে, তোমরা এ মুনাফিকদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তা'আলা তাদের আমলের দরুণ তাদেরকে উল্টা দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তোমরা কি ইচ্ছা রাখ যে, এরূপ লোকদেরকে হিফাযত করবে, যাদেরকে আল্লাহ গোমরাহীতে নিপতিত রেখেছেন? এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে নিপতিত রাখেন, তারা (মুমিন হবার) জন্য কোনই পথ খুঁজে পাবে না।* (সূরাঃ নিসা-৮৮)

ব্যাখ্যাঃ- আবদুল্লাহ্ ইবনু হুমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার কতিপয় মুশরিক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান; হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাফির, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে এদের কাফির হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

---

(২) শানে নুযূলঃ সালাবা নামক জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে এসে বলল, দু'আ করুন আমি যেন ধনবান হই। তিনি তাকে বুঝালেন ধনবান কল্পনা ত্যাগ কর। সে কিছুতেই মানল না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন। তার বকরীর পালে এমন বরকত হল যে, মদীনার আশে পাশে তাদের স্থান হল না। ময়দানে ছড়িয়ে পড়ল, সালাবাও ময়দানে গিয়ে অবস্থান করতে লাগল। জামাতে হাযির হতে পারত না। নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যাকাতের জন্য তাকীদ করলেন, কিন্তু সে তাঁর হুকুম অমান্য করল এবং বলল, মুহাম্মদ আমাদের নিকট জিযিয়া দাবী করে থাকেন। কাজেই যাকাত দিব না। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়।

وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ـ فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ

وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ*

অর্থঃ- *আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ দান করেন, তবে আমরা খুব দান-খয়রাত করব এবং আমরা খুব ভাল ভাল কাজ করব। কার্যতঃ যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (বহু সম্পদ) দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং (আনুগত্য করা হতে) বিমুখ হতে লাগল, আর তারা তো মুখ ফিরিয়ে রাখারই অভ্যস্ত।* (সূরাঃ তাওবা-৭৫-৭৬)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনু জারীর, ইবনু-আবী হাতিম, ইবনু মারদুবিয়া, তাবারানী ও বাইহাকী প্রমুখ আবূ উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-এর রিওয়ায়াতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জনৈক সা'লাবাহ্ ইবনু হাতেম আনসারী রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করল যে, হুযুর দো'আ করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সোনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করে দিলেন। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায় বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায় এসে মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোন একটি জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাযের জন্য সে মদীনায় আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেলে সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুম'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে তিন বার বললেন অর্থাৎ, সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস ! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস !! সা'লাবাহ্র প্রতি আফসোস !

---

(৩) শানে নুযূলঃ আবূ তালিবের মৃত্যুর পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, নিষেধাজ্ঞা না হওয়া পর্যন্ত আমি তার মুক্তির জন্য দু'আ করতে থাকব, তখন অন্যান্য মুসলমানগণও নিজেদের মৃত কাফির আত্মীয়দের নাজাতের দু'আ করতে লাগল। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ *

অর্থঃ- *রসূলুল্লাহ এবং অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষে জায়েয নয় যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন– এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা দোযখবাসী।* (সূরাঃ তাওবা-১১৩)

ব্যাখ্যাঃ- মুসনাদে আহমাদে ইবনুল মুসাইয়াব (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবূ তালিব যখন মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছিলেন, সেই সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গমন করেন। ঐ সময় তাঁর কাছে আবূ জাহাল ও আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই, উমাইয়া উপস্থিত ছিল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করুন! এই বাক্যটিকেই আমি আপনার মার্জনার পক্ষে আল্লাহর নিকট দলীল হিসেবে পেশ করবো।" তখন আবূ জাহাল এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই, উমাইয়া বললোঃ "হে আবূ তালিব! তুমি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে?" আবূ তালিব তখন বললেনঃ "আমি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই রয়ে গেলাম।" এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেনঃ " আমি ঐ পর্যন্ত আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ না করেন।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের জন্যে এটা জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।"...... إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ এই আয়াতটিও এই সম্পর্কেই নাযিল হয়। অর্থাৎ "হে রসূল! সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিশ্চয়ই তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত করতে পার না, বরং আল্লাহই যাকে চান তাকে তিনি হিদায়াত করে থাকেন।" (সূরাঃ ক্বাসাস–২৮ঃ ৫৬)

---

(৪) শানে নুযূলঃ উপরিউক্ত আয়াতটি নাযিল হলে অনেকের মনেই সন্দেহ হল যে, এরূপ দু'আ নিষিদ্ধ হয়ে থাকলে ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর

কাফির পিতার জন্য কেন দু'আ করেছেন? তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ *

অর্থঃ- *আর ইব্রাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, এটা তো কেবল ঐ ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা তিনি তার সঙ্গে করেছিলেন। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (অর্থাৎ, পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন তিনি তা হতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন; বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিলেন অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।* (সূরাঃ তাওবা-১১৪)

ব্যাখ্যাঃ- কাতাদা (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবীদের কতকগুলো লোক তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের পূর্বপুরুষরা বড়ই সৎ লোক ছিল। তাঁরা প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখতে অভ্যস্ত ছিল। তাঁরা বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নেয়ার এবং জনগণের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যাপারে টাকা পয়সা খরচ করতো। আমরা কি ঐ মৃতদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো না? উত্তরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "কেন করবে না? আল্লাহর শপথ! আমিও ইব্রাহীম (আঃ)-এর মত আমার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো।" তখনই উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইবরাহীম (আঃ)-কে ক্ষমাই সাব্যস্ত করে বলছেন যে, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা শুধুমাত্র ঐ ওয়াদার কারণে ছিল যা তিনি তাঁর পিতার সাথে করেছিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা

আমার উপর এমন কতকগুলো কালিমার ওয়াহী নাযিল করলেন যা আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছে এবং আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের জন্যে আমি ক্ষমা প্রার্থনা না করি।

ইয়াহুদ-নাসারাদের ভ্রান্ত ধারণা

(১) শানে নুযূলঃ- ইয়াহুদীরা বলত, জিব্‌রাঈল (আঃ) মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট কুরআন আনয়ন করে, সে আমাদের প্রধান শত্রু। অতএব, জিবরাঈলের পরিবর্তে অপর কোন ফিরিশ্‌তা কুরআন নিয়ে আসলে আমরা মুহাম্মদের প্রতি ঈমান আনতাম। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ *

অর্থঃ- *যে ব্যক্তি শত্রু হয় আল্লাহর এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণের এবং তাঁর রসূলগণের জিব্‌রাঈলের এবং মীকাঈলের, আল্লাহ এরূপ কাফিরদের শত্রু।* (সূরাঃ বাক্বারা-৯৮)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইয়াহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এসে বলেঃ আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি যার সঠিক উত্তর নবী ছাড়া অন্য কেউই দিতে পারেনা। আপনি সত্য নবী হলে এর উত্তর দিন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আচ্ছা ঠিক আছে, যা ইচ্ছা তাই প্রশ্ন কর। কিন্তু অঙ্গিকার কর, যদি আমি ঠিক ঠিক উত্তর দেই তবে তোমরা আমার নবুওয়াতকে স্বীকার করতঃ আমার অনুসারী হবে তো ? তারা অঙ্গীকার

করে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ইয়াকূব (আঃ) -এর মত আল্লাহকে সাক্ষী করার অনুমতি প্রদান করেন। তারা বলে ঃ 'প্রথমে এটা বলুন তো, ইয়াকূব (আঃ) নিজের উপরে কোন জিনিসটি হারাম করেছিলেন ? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেনঃ. 'শুন যখন ইয়াকূব আরকুন সিনা, রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি তাঁকে এ রোগ হতে আরোগ্য দান করেন তবে তিনি উটের গোশ্‌ত খাওয়া ও উষ্ট্রীর দুধ পান করা পরিত্যাগ করবেন। আর এ দুটি ছিল তাঁর খুবই লোভনীয় ও প্রিয় বস্তু।

অতঃপর তিনি সুস্থ হয়ে গেলে এ দুটো জিনিস নিজের উপর হারাম করে নেন। তোমাদের উপর সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যিনি মূসা (আঃ) -এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, সত্য করে বলতো এটা সঠিক নয় কি? তারা শপথ করে বলে ঃ নিশ্চয়ই সত্য। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

অতঃপর তারা বলেঃ "আচ্ছা বলুন তো, তাওরাতের মধ্যে যে নিরক্ষর নবীর সংবাদ রয়েছে তাঁর বিশেষ নিদর্শন কি ? আর তাঁর কাছে কোন্ ফিরিশতা ওয়াহী নিয়ে আসেন? তিনি বলেনঃ তাঁর বিশেষ নির্দশন এই যে, যখণ তাঁর চক্ষু ঘুমিয়ে থাকে তখন তাঁর অন্তর জাগ্রত থাকে। তোমাদেরকে সেই প্রভুর কসম, যিনি মূসা (আঃ)-এর উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলেন, বলতো এটা সঠিক উত্তর নয়কি ? তারা সবাই কসম করে বলে ঃ আপনি সম্পূর্ণ সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারা বলে ঃ 'এবার আমাদেরকে দ্বিতীয় অংশের উত্তর দিন। এটাই আলোচনার সমাপ্তি । তিনি বলেন ঃ আমার বন্ধু জিবরাঈলই (আঃ) আমার নিকট ওয়াহী নিয়ে আসেন এবং তিনিই সমস্ত নবীর নিকট ওয়াহী নিয়ে আসতেন। সত্য করে বল এবং কসম করে বল, আমার এ উত্তরটি ও সঠিক নয়কি ? তারা শপথ করে বলেঃ 'হাঁ উত্তর সঠিকই বটে; কিন্তু তিনি আমাদের শত্রু। কেননা তিনি কঠোরতা ও

হত্যাকাণ্ডের কারণসমূহ ইত্যাদি নিয়ে আসেন। এ জন্যে আমরা তাঁকে মানি না এবং আপনাকেও মানবো না। তবে হাঁ, যদি আপনার নিকট আমাদের বন্ধু মীকাঈল (আঃ) ওয়াহী নিয়ে আসতেন তবে আমরা আপনার সত্যতা স্বীকার করতঃ আপনার অনুসারী হতাম। তাদের এ কথার উত্তরে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

*

(২) শানে নুযূলঃ- "আমরা সে রঙেই থাকব, যে রঙ্গে আল্লাহ রঞ্জিত করেছেন" কথা সমূহ শুনে ইয়াহুদীরা নিরুত্তর হয়ে গেল। কিন্তু ঈমান আনল না। আর নাসারারা এ সমস্ত কথার উত্তরে বলল, আমাদের নিকট এক প্রকার রং আছে যা মুসলমানদের নিকট নেই। বস্তুতঃ নাসারাদের নিকট হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার রং ছিল। তাদের কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করলে কিংবা কেউ খ্রীষ্ট ধর্মে নতুন দীক্ষিত হলে তারা তাদেরকে উক্ত রঙ্গের মধ্যে ডুবিয়ে দিত এবং বলত, এখন সে খাঁটি খ্রীষ্টান হয়েছে। আল্লাহ তদুত্তরে বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা বল, আমরা আল্লাহর রং অর্থাৎ ইসলাম কবূল করেছি। আল্লাহর রঙ্গের চেয়ে আর কোন রং অধিক উত্তম হবে?

صِبْغَةَ اللّٰهِ - وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ *

অর্থঃ- *আমরা সে রঙ্গেই থাকব, যে রঙ্গে আল্লাহ রঞ্জিত করেছেন; আর এমন কে আছে যার রঞ্জন আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সুন্দর হবে? আর আমরা তাঁরই দাসত্বে দৃঢ় আছি।* (সূরাঃ বাক্বারা-১৩৮)

ব্যাখ্যাঃ- একটি মারফূ হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ বানী ইসরাঈল মূসা (আঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের প্রভুও কি রং করে থাকেন? তখন

মুসা (আঃ) বলেনঃ 'তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর'। আল্লাহ্ তা'আলা তখন মুসা (আঃ)কে ডাক দিয়ে বলেনঃ 'তারা কি তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, তোমার প্রভু কি রং করেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ'। তখন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ, তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি সমুদয় রং আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেন। এই আয়াতেরও ভাবার্থ এটাই।

*

(৩) শানে নুযূলঃ- ইয়াহুদীরা মীমাংসা কার্যে তাওরাত অনুযায়ী আমল করত না এবং নির্ভয়ে গুনাহের কাজ করত। কেননা, তাদের পূর্ব পুরুষগণ তাওরাতে মনগড়া ভাবে লিখে গিয়েছে যে, আমরা শতদিনের বেশী দোযখে শাস্তি ভোগ করব না। আমাদের পূর্ব পুরুষ ইয়াকূব (আঃ) তাঁর পিতা ও দাদা আমাদেরকে দোযখ হতে মুক্ত করবেন। তারা সেটাই বিশ্বাস করত। এ সম্বন্ধে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ - وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّاكَانُوْا يَفْتَرُوْنَ *

অর্থঃ- *এটা এজন্য যে, তারা বলে, আমাদেরকে কেবল নির্দিষ্ট অল্প কিছু দিন জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। আর তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছে তাদের (ধর্ম সম্বন্ধে) তৈরী মনগড়া কথা সমূহ।*

(সুরাঃ আল-ইমরান-২৪)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানেরা তাদের এ দাবী ও মিথ্যাবাদী যে, তাওরাত ও ইঞ্জীলের উপর তাদের বিশ্বাস রয়েছে। কেননা, ঐ কিতাবগুলোর নির্দেশ অনুসারে যখন তাদেরকে শেষ নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের দিকে আহবান করা হয় তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। এর দ্বারা তাদের বড় রকমের অবাধ্যতা, অহংকার এবং বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছে। সত্যের এ

বিরোধিতা ও বৃথা অবাধ্যতার উপর এ বিশ্বাসই তাদের সাহস যুগিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কিতাবে না থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের পক্ষ হতে বানিয়ে নিয়ে বলেঃ আমরা তো নির্দিষ্ট কয়েক দিন মাত্র জাহান্নামে অবস্থান করবো।' অর্থাৎ মাত্র সাত দিন । দুনিয়ার হিসেবে প্রতি হাজার বছর পরে একদিন। এর পুরো তাফসীর সূরা ই-বাকারায় উল্লেখ হয়েছে। এ বাজে ও অলীক কল্পনা তাদেরকে এ বাতিল দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ভেবেছে। অথচ এটা স্বয়ং তাদেরও জানা আছে যে, না আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলেছেন, না তাদের নিকট কোন কিতাবী দলীল রয়েছে।

অতঃপর আল্লাহতা'আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেনঃ কিয়ামতের দিন তাদের কি অবস্থা হবে? তারা আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। নবীদেরকে ও হক পন্থী আলিমদেরকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাআলার নিকট তাদেরকে তাদের প্রত্যেকটি কাজের হিসেব দিতে হবে এবং এক একটি পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে। দিনের আগমন সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। এদিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে এবং কারও উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবে না।

---

(৪) শানে নুযূলঃ- নাসারারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে এ বিষয়ে ঝগড়া করছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর বান্দা নন, বরং তাঁর পুত্র। আর যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র না হন, তবে আপনিই বলুন কার পুত্র? দুনিয়াতে কি পিতা ব্যতীত কারো জন্ম হতে পারে? এরই উত্তরে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ـ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ٭

অর্থঃ- *নিশ্চয়, ঈসার অবস্থা আল্লাহর নিকট আদমের অবস্থার ন্যায়। তাকে মাটি দ্বারা তৈরী করলেন, তৎপর তাঁর কালব কে বললেন, (সজীব) হয়ে যাও, তখনই তা (সজীব) হয়ে গেল।* (সূরাঃ আল-ইমরান-৫৯)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- ঈসা (আঃ)-কে আমি বিনা বাপে সৃষ্টি করেছি বলেই তোমরা খুব বিস্ময়বোধ করছো? তার পূর্বে তো আমি আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেছি, অথচ তার বাপও ছিল না মাও ছিলনা । বরং তাঁকে আমি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম -হে আদম! তুমি 'হও' আর তেমনি সে হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমি যখন বিনা বাপ -মায়ে সৃষ্টি করতে পেরেছি তখন শুধু মায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা আমার কাছে কি কোন কঠিন কাজ? সুতরাং শুধু বাপ মা না হওয়ার কারণে যদি ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখতে পারে, তবে তো আদম (আঃ) আল্লাহ তা'আলার পুত্র হওয়ার আরও বেশী দাবীদার। (নাউযুবিল্লাহ!) কিন্তু স্বয়ং তোমরাও তো তা স্বীকার কর না। কাজেই ঈসা (আঃ) -কে মর্যাদা হতে সরিয়ে ফেলা আরও উত্তম। কেননা, পুত্রত্বের দাবীর অসারতা সেখানের চাইতে এখানেই বেশী স্পষ্ট। কারণ এখানে তো মা আছে কিন্তু ওখানে মা ও বাপ কিছুই ছিল না। এগুলো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতারই বহিঃপ্রকাশ যে, তিনি আদম (আঃ)-কে নারী পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, হাওয়া (আঃ) কে শুধু পুরুষের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং ঈসা (আঃ) কে শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যেমন, সূরা '-ই মারইয়ামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অর্থাৎ আমি তাকে (ঈসা আঃ-কে) মানুষের জন্যে আমার ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়েছি '(১৯ঃ ২১) আর এখানে বলেন যে, ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার সত্য মীমাংসা এটাই। এটা ছাড়া কম বেশীর কোন স্থান নেই। কেননা, সত্যের পরে পথভ্রষ্টতারই স্থান । সুতরাং এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্দেহ পোষণ করা মোটেই উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেনঃ এরূপ স্পষ্ট বর্ণনার পরেও যদি কোন লোক ঈসা (আঃ)-এর

ব্যাপারে তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি তাদেরকে মুবাহালার (পরস্পর বদ দু'আ করার) জন্যে আহবান করত ঃ বল -এসো আমরা উভয় দল আমাদের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে মুবাহালার জন্যে বেরিয়ে যাই এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি যে, হে আল্লাহ ! আমাদের মধ্যে যে দল মিথ্যাবাদী তার উপর আপনি আপনার অভিসম্পাত বর্ষণ করুন।

মুবাহালায় অবতীর্ণ হওয়া এবং প্রথম হতে এ পর্যন্ত এ সমুদয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল নাজরানের খ্রীষ্টান প্রতিনিধিগণ। ঐ লোকেরা এখানে এসে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার অংশীদার এবং পুত্র। (নাউযুবিল্লাহ) কাজেই তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন ও তাদের কথার উত্তরে এসব আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনু ইসহাক স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব সীরাতে লিখেছেন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও নিজ নিজ পুস্তকসমূহে বর্ণনা করেছেন যে, নাজরানের খ্রীষ্টানগণ প্রতিনিধি হিসেবে ষাট জন লোককে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে প্রেরণ করে, যাদের মধ্যে চৌদ্দজন তাদের নেতৃস্থানীয় লোক ছিল।

---

(৫) শানে নুযূলঃ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রীষ্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বলে পাঠালেন যে, হয় ইসলাম গ্রহণ করো না হয় জিযিয়া (কর) দাও, অন্যথায় যুদ্ধ কর। কিন্তু তারা ধর্ম সম্পর্কে বিতর্ক করার জন্য শুরাহবীলের নেতৃত্বে তিনজন আলেমকে পাঠাল। ঈসা (আঃ) সম্বন্ধেও আলোচনা হল। তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন দলীল প্রমাণ মানল না। এ সম্পর্কে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, তোমরা যখন আমার কোন

কথাই বিশ্বাস করলে না। অতএব, চল আয়াতের মর্মানুসারে আমরা উভয় পক্ষ স্বপরিবারে মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিসম্পাতের প্রার্থনা করি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্র দ্বয়কে সংগে নিয়ে মুবাহালার জন্য প্রস্তুত হলেন। শুরাহবীল এটা দেখে সঙ্গীদের বলল, তোমরা জান ইনি সত্য নবী, নবীর সংগে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। অতএব, আমরা তাঁর সঙ্গে আপোষ করি। পরিশেষে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়ে তারা সন্ধি করল। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ ‌*

অর্থঃ- *অতএব, যে ব্যক্তি ঈসা সম্বন্ধে আপনার সাথে বিতর্ক করে, আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর, তবে আপনি বলে দিন, আস আমরা ডেকে নেই আমাদের এবং তোমাদের সন্তানদেরকে এবং আমাদের ও তোমাদের নারীদেরকে আর স্বয়ং আমাদেরকে ও তোমাদেরকে। অতঃপর আমরা খুব আন্তরিকতার সাথে এরূপ ভাবে প্রার্থনা করি যে, আল্লাহর লা'নত দেই অসত্য পন্থীদের উপর।* (সূরাঃ আল-ইমরান-৬১)

ব্যাখ্যাঃ- মুবাহালার সংজ্ঞা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সজ্ঞা এই যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপার দুইপক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং যুক্তিতর্কে মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লা'নতের অর্থ আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই আল্লাহর ক্রোধের নিকটবর্তী

হওয়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সে সময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

মুবাহালার ঘটনা ঃ এর পটভূমি এই যে, মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজরানের খ্রীষ্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ (১) ইসলাম কবূল কর, অথবা (২) জিযিয়া (কর) দাও, অথবা (৩) যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহ্‌বীল, আবদুল্লাহ্ বিন শুরাহ্‌বিল ও জিবার ইবনু ফয়িযকে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্য প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান এবং নিজে ও ফাতিমা, আলী এবং ইমাম হাসান-হুসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শুরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাথীদ্বয়কে বলতে থাকেঃ তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। সঙ্গীদ্বয় বললোঃ তোমার মতে মুক্তির উপায় কি? সে বললঃ আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর জিযিয়া (কর) ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন। (ইবনু কাসীর)

———✻———

(৬) শানে নুযূলঃ খায়বারের কতিপয় ইয়াহুদী পরস্পরে পরামর্শ করল যে, প্রাতঃকালে কুরআনের প্রতি ঈমান এনে সন্ধ্যাকালে ফিরে যাও এবং বল যে, তাওরাতে শেষ নবীর যে সব নিদর্শন দেখেছি, মুহাম্মদের মধ্যে তা নেই। এ কারণেই আমরা ইসলাম গ্রহণ করেও ত্যাগ করেছি। এ ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানরা মনে করবে, এরাও সত্য কিতাবেরই আনুসারী। হয়ত আমাদের ধর্মে প্রবেশ করে এমন কোন ভুল পেয়েছে, যার দরুণ এ ধর্ম ত্যাগ করেছে। হয়ত এর ফলে তারা ইসলাম ত্যাগ করে ইয়াহুদী হয়ে যাবে। আল্লাহর নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে তাদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْا اٰخِرَهٗ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ *

অর্থঃ- *আর আহলে কিতাবদের কেউ কেউ (মুসলমানদেরকে তাদের স্বীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে) বলল যে, দিনের প্রথমাংশে তার প্রতি ঈমান আন যা মুসলমানদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং দিনের শেষ ভাগে তা প্রত্যাখ্যান করে বস। বিচিত্র নয় যে, তারা (স্বীয় ধর্ম হতে) ফিরে যাবে।* (সূরাঃ আল-ইমরান-৭২)

ব্যাখ্যাঃ- এখানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ঐ ইয়াহুদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, তারা কিভাবে মুসলমানদের প্রতি হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য তারা কতইনা গোপন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে এবং তাদেরকে প্রতারিত করছে। অথচ প্রকৃত পক্ষে এসব অন্যায় কাজের শাস্তি স্বয়ং তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারা তা মোটেই বুঝছে না।

অতঃপর তাদেরকে তাদের এ জঘন্য কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, তারা সত্য জেনে শুনে আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার

করছে। তাদের বদভ্যাস এও আছে যে, তারা পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সত্য ও মিথ্যাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। তাদের কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যেসব গুণাবলী বর্ণিত আছে, তারা তা গোপন করছে। মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করার যে সব পন্থা তারা বের করেছে তার মধ্যে একটি কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে -তোমরা দিনের প্রথমাংশে ঈমান আনবে এবং মুসলমানদের সাথে নামায পড়বে এবং শেষাংশে কাফির হয়ে যাবে। তাহলে মূর্খদেরও এ ধারণা হবে যে, এরা এ ধর্মের ভেতর কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পেয়েছে বলেই এটা গ্রহণ করার পরেও তা হতে ফিরে গেল, কাজেই তারাও এ ধর্ম ত্যাগ করবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। মোটকথা তাদের এটা একটা কৌশল ছিল যে, দুর্বল ঈমানের লোকেরা ইসলাম হতে ফিরে যাবে এই জেনে যে, এ বিদ্বান লোকগুলো যখন ইসলাম গ্রহণের পরেও তা হতে ফিরে গেলো তাহলে অবশ্যই এ ধর্মের মধ্যে কিছু দোষত্রুটি রয়েছে। ঐ লোকগুলো বলতো -তোমরা নিজেদের লোক ছাড়া মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করো না, তাদের নিকট নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করো না এবং নিজেদের গ্রন্থের কথা তাদেরকে বলো না, নচেৎ তারা ওর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকটও তাদের জন্যে ওটা আমাদের উপর দলীল হয়ে যাবে।

তাই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, সুপথ প্রদর্শন তো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে। তিনি মুমিনদের অন্তরকে ঐ প্রত্যেক জিনিসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করে দেন যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন। ঐ দলীল গুলোর উপর তাদের পূর্ণ বিশ্বাস রাখার সৌভাগ্য লাভ হয়। যদিও তোমরা নিরক্ষর নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী গোপন রাখছ তথাপি যারা ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁরা তাঁর নবূওয়াতের বাহ্যিক নিদর্শন দেখেই চিনে নেবে।

———※———

(৭) শানে নুযূলঃ শাম্মাম ইবনু কায়িস নামক জনৈক ইয়াহুদী মুসলমানদের প্রতি ভীষণ হিংসা পোষণ করত। আউস ও খাযরাজ এতদুভয় সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধভাবে একই মজলিসে সমবেত দেখে সে হিংসায় জ্বলে উঠল। অতএব, এতদুভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক ব্যক্তিকে বলল, এ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতে থাকা কালের আত্মশ্লাঘামূলক বহু গাথা কবিতা রয়েছে। তুমি তাদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে তা হতে কিছু কবিতা গেয়ে আস। সে তাই করল। কবিতা শ্রবণ করা মাত্র উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন হিংসানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, অধিকন্তু যুদ্ধের স্থান ও সময় নির্ধারিত হয়ে গেল। তখন নিম্ন আয়াতগুলি নাযিল হয়।

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ـ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ .... لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ *

অর্থঃ- *আপনি বলুন, হে আহলে কিতাব! কেন পথ ভ্রষ্ট কর আল্লাহর পথ হতে এমন ব্যক্তিকে, যে ঈমান এনেছে? এভাবে যে, উক্ত পথের জন্য বক্রতা অন্বেষণ কর; অথচ তোমরা নিজেরাও অবগত আছ; আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে বে-খবর নন। হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা তাদের কোন সম্প্রদায়ের কথা মান্য কর, যারা কিতাব প্রদত্ত হয়েছে, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনয়ণের পর তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দিবে। আর কেমন করে তোমরা কুফর করতে পার? অথচ তোমাদেরকে আল্লাহর বিধান সমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল বিদ্যমান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করে, সে নিশ্চয় সরল পথ প্রদর্শিত হয়। হে মুমিনগণ! আল্লাহকে (এরূপ) ভয় কর, যেরূপ ভয় করা উচিৎ এবং ইসলাম ব্যতীত অন্যকোন অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করো না।*

এবং তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীনকে) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, এমনি ভাবে যে, তোমরা পরস্পর একতাবদ্ধ থাক এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইওনা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে অনুগ্রহ রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা (পরস্পর) শত্রু ছিলে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ এবং তোমরা দোযখের গর্তের তীরে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে ইহা হতে রক্ষা করেছেন। এমনি ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় বিধান সমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে থাকেন যেন তোমরা (সঠিক) পথে থাক।

(সূরাঃ আল-ইমরান-৯৯-১০৩)

ব্যাখ্যাঃ- মহান আল্লাহ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে আহলে কিতাবের ঐ দলটির অনুসরণ করতে নিষেধ করছেন যাদের অন্তর কালিমাযুক্ত । কেননা, তারা হিংসুটে ও ঈমানের শত্রু। আল্লাহ তাআলা যে আরবে নবী পাঠিয়েছেন এটা তাদের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেনঃ আহলে কিতাবের অনেকে তোমাদের প্রতি হিংসা বশতঃ তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় তোমাদেরকে কাফির বানিয়ে দেয়া পছন্দ করে। এখানেও আল্লাহ তা'আলা একথাই বলেন হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি দলের অনুসরণ কর তবে অবশ্যই তারা তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনয়ণের পর পুনরায় কাফির বানিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টার ত্রুটি মোটেই করবে না। আমি জানি যে, তোমরা কুফর হতে বহু দূরে রয়েছ, তথাপি আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি । তাদের প্রতারণায় তো তোমাদের পড়ার কথা নয়। কেননা, তোমরা রাত দিন আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী পাঠ করায় নিয়োজিত আছ এবং স্বয়ং তার রাসূল তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন। যেমন অন্য স্থানে রয়েছে ঃ তোমরা কেন বিশ্বাস স্থাপন করবে না ? অথচ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনয়ণের জন্যে আহবান করতে নিয়োজিত রয়েছেন। হাদীস শরীফে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা তাঁর সহচরবৃন্দকে জিজ্ঞেস করেনঃ

তোমাদের নিকট সবচেয়ে বড় ঈমানদার কে ? তাঁরা বলেনঃ ফিরিশতাগণ। তিনি বলেনঃ তারা ঈমান আনবেন না কেন? স্বয়ং তাদের উপর তো ওয়াহী অবতীর্ণ হচ্ছে। সাহাবীগণ (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমরা । তিনি বলেনঃ তোমরা ঈমান আনবে না কেন? স্বয়ং আমি তো তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি। তখন তারা বলেনঃ দয়া করে আপনিই বলুন । তিনি বলেনঃ সবচেয়ে ঈমানদার তারাই যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা গ্রন্থে লিখিত পাবে এবং ওর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আল্লাহর দ্বীনকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে থাকা বান্দাদের কর্তব্য এবং তাঁর উপর পূর্ণ ভরসা করলেই তারা সরল সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে এবং ভ্রান্ত পথ হতে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে পুণ্য লাভ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। এর দ্বারাই সঠিক পথ লাভ করা যায় এবং উদ্দেশ্য সফল হয়।

---

(৮) শানে নুযূলঃ- কতিপয় ইয়াহুদী আনসার সম্প্রদায়ের দানশীল লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করতে বাধা দিত এবং কৃপণতা অবলম্বন করার জন্য প্ররোচিত করত। তাদের সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا آتٰهُمُ
اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا *

অর্থঃ- *যারা কৃপণতা করে এবং অন্যকে কৃপণতা শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যা প্রদান করেছেন তা তারা গোপন করে। আর আমি এরূপ অকৃতজ্ঞদের জন্য অপমান জনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।*

(সূরাঃ নিসা-৩৭)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতটি মদীনায় বসবাসরত ইয়াহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দাম্ভিক ও অসম্ভব রকম কৃপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বেলায় যেমন কৃপণতা করত, তেমনি সে সমস্ত জ্ঞানের

বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের ইলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সে সমস্ত জ্ঞানও গোপন করত যাতে মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইয়াহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত। না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে বলত।

পরবর্তীকালে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত ধন-সম্পদের বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং ইলম ও ঈমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ্ তাআলার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব।

দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন–

"প্রতিদিন ভোর বেলায় দু'জন ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্, সৎপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর।" আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্, কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।" (বুখারী, মুসলিম)

অতঃপর وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ বাক্যের দ্বারা দাম্ভিকের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে, এসব লোক আল্লাহ্র পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ্ এবং আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখেনা সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দূষণীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর

জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে তাদের আমল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শিরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যথা ঃ

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শির্ক করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখল সে শির্ক করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করল সে শির্ক করল।" (মুসনাদে-আহমদ)

---

(৯) শানে নুযূলঃ ইয়াহুদীরা বাছুর পূজা করত, উযাইর (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বলত। যখন তারা জানতে পারল যে, শির্ক করা মহাপাপ, ইহার ক্ষমা নেই, তখন বলতে লাগল, আমরা শির্ক করিনা, বরং আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আমরা পয়গম্বরের সন্তান। পয়গাম্বরই আমাদের উত্তরাধিকার। আল্লাহ তাদের এ অহংকার পছন্দ করলেন না। নিম্ন আয়াতটি এ সম্বন্ধেই নাযিল হয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَاءُ - وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا *

অর্থঃ- *তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি! যারা নিজদেরকে পবিত্র বলে প্রকাশ করে, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আর তাদের প্রতি সুতা পরিমাণও যুল্ম করা হবে না।* (সূরাঃ নিসা-৪৯)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও খ্রীষ্টানদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তারা বলেছিলঃ আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়পাত্র। এবং আরও বলেছিল ঃ ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টানদের ছাড়া কেউই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, তারা তাদের নাবালক ছেলেদেরকে দুআ ও নামাযে তাদের ইমাম বানাতো এবং তাদেরকে নিষ্পাপ বলে ধারণা করতো। এও বর্ণিত আছে যে, তাদের ধারণায় তাদের যেসব ছেলে মারা গেছে তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে এবং তারা তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে ও তাদেরকে পবিত্র করবে। তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডনে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) ইয়াহুদীদের ছেলেদেরকে ইমাম বানানোর ঘটনা বর্ণনা করে বলেনঃ তারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা কোন পাপীকে কোন নিষ্পাপের কারণে পবিত্র করেন না। তারা বলতোঃ আমাদের শিশুরা যেমন নিষ্পাপ, তদ্রূপ আমরাও নিষ্পাপ। এও বলা হয়েছে যে, মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রশংসাকারীর মুখ মাটির দ্বারা পূর্ণ করে দেই।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে রয়েছে, আবদুর রহমান ইবনু আবূ বকর (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে আরেকটি লোকের প্রশংসা করতে শুনতে পেয়ে বলেনঃ আফসোস! "তুমি তোমার সঙ্গীর স্কন্ধ কেটে দিলে। অতঃপর বলেনঃ যদি তোমাদের কারও কোন ব্যক্তির প্রশংসা করা অপরিহার্য হয়েই পড়ে তবে যেন সে বলে-আমি অমুক ব্যক্তিকে এরূপ মনে করি। কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ তাআলার নিকট এরূপই পবিত্র–এ কথা যেন না বলে।

---

(১০) শানে নুযূলঃ কুরাইশ সম্প্রদায়ের কাফিররা ইয়াহুদী আলেমদের জিজ্ঞেস করল, আমাদের ধর্ম ভাল না মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধর্ম ভাল? আমরা হাজীদের এবং কাবা শরীফের খিদমত করে থাকি। তদুত্তরে ইয়াহুদী আলেমরা বলল, তোমাদের

ধর্ম ভাল। তোমরা তাদের চেয়ে অধিক সুপথ প্রাপ্ত। এতদ সম্বন্ধে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا *

অর্থঃ- তুমি কি তাদেরকে লক্ষ্য করনি– যাদেরকে কিতাবের একটি বড় অংশ দেয়া হয়েছে? তারা মূর্তি ও শয়তানকে মান্য করে, আর তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে। (সূরাঃ নিসা-৫১)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়াহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনু আখতাব ও কা'ব ইবনু আশরাফ উহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে উপস্থিত হয়। ইয়াহুদী সরদার কা'ব ইবনু আশরাফ আবূ সুফিয়ানের কাছে এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা'ব ইবনু আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু'টি মূর্তির (জ্বিবত ও তাগুতের) সামনে সিজদা কর।

সুতরাং সে কুরাইশদিগকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তাই করল। তারপর কা'ব কুরাইশদিগকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা'বার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কা'বের এ প্রস্তাব কুরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যজোট গঠন করল। অতঃপর আবূ সুফিয়ান কা'বকে বলল, তোমরা হলে শিক্ষিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মুর্খ। সুতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ন্যায়ের উপর রয়েছেন?

তখন কা'ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজ্বের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিগকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বাইতুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর)-এর তওয়াফ করি, ওমরা আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পৈত্রিক ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা'ব ইবনু আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোমরাহ হয়ে গেছেন। -(নাউযুবিল্লাহ্)

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন। (রূহুল-মা'আনী)

---

(১১) শানে নুযূলঃ ইয়াহুদ, নাসারা ও কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজেদের মধ্যে বলা বলি করত যে, আমরাই বেহেশ্‌তে প্রবেশের অধিকার পাব। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ ۗ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا *

অর্থঃ- *না তোমাদের আকাঙ্খায় কাজ হবে, আর না আহলে কিতাবদের আকাঙ্খায়। যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করবে তার বিনিময়ে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে, এবং সে ব্যক্তি আল্লাহকে ব্যতীত কোন বন্ধুও পাবে না এবং কোন সাহায্যকারীও পাবে না।* (সূরাঃ নিসা-১২৩)

ব্যাখ্যাঃ- কাতাদাহ (রাঃ) বলেনঃ একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহ্‌লে-কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহ্‌লে-কিতাবরা বললঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বললঃ আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারও চাইতে শ্রেষ্ট হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে-এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কিরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (রাহঃ) আবূ হুরাইরার রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন যে, অর্থাৎ, যে কেউ কোন অসৎ কাজ করবে, সেজন্যে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলাম যে, এ আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ চিন্তা করো না, সাধ্যমত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়,

তাতে তোমাদের গোনাহ্‌র কাফফারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি কারও পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহ্‌র কাফ্ফারা বৈ নয়।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দুঃখ-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহ্‌র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

তিরমিযী ও তফসীরে ইবনু জরীর আবূ বকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁদেরকে আয়াতটি শুনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেনঃ ব্যাপার কি? সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ কাজ করেনি? প্রত্যেক কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হে আবূবকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহ্‌র কাফ্ফারা হয়ে যাবে।

এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বললেনঃ আপনি কি অসুস্থ হন না? আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না? আবূবকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেনঃ নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই। তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল।

আবূ দাউদ প্রমুখের বর্ণিত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ)- এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জ্বরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তাঁর গোনাহ্‌র কাফ্ফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালাশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহ্‌র কাফ্ফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হয়ো না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী-শুধু এ বিষয় দ্বারাই তোমরা সাফল্য

অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদানুযায়ী সৎকার্য সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

---

(১২) শানে নযূলঃ কতিপয় ইয়াহুদী সর্দার রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, আপনি সত্য নবী হলে মূসা (আঃ) এর তাওরাতের ন্যায় আকাশ হতে একটি পূর্ণ কিতাব আনয়ণ করেন। তদুত্তরে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُوْا مُوْسٰى اَكْبَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرِنَ اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ـ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ وَاٰتَيْنَا مُوْسٰى سُلْطَانًا مُّبِيْنًا *

অর্থঃ- *আপনার নিকট আহলে কিতাবরা এ আবেদন করে যে, আপনি তাদের কাছে আকাশ হতে এক বিশেষ লিপিকা এনে দিন। বস্তুতঃ তারা মূসার নিকট এর চেয়েও বড় বিষয়ের আবেদন করেছিল; এবং তারা এরূপ বলেছিল যে, আল্লাহকে প্রকাশ্য ভাবে আমাদেরকে দেখিয়ে দাও, ফলে তাদের এ ধৃষ্টতার দরুণ তাদের উপর বজ্র নিপতিত হল। অতঃপর তারা গো-বৎসকে (উপসনার জন্য) মনোনীত করে ছিল, তাদের নিকট বহু প্রমাণাদি আসার পর। তবুও আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মূসাকে আমি প্রকাশ্য প্রভাব দান করেছিলাম।* (সূরাঃ নিসা-১৫৩)

ব্যাখ্যাঃ- ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেছিল- মূসা (আঃ) যেমন তাওরাত একই সাথে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ

তাআলার নিকট হতে এনেছিলেন, তদ্রূপ আপনিও পূর্ণভাবে লিখিত কোন আসমানী কিতাব আনয়ণ করুন। এও বর্ণিত আছে যে, তারা বলেছিল -আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আমাদের নামে এমন পত্র আনয়ণ করুন যাতে আপনাকে নবীরূপে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকে। এরূপ প্রশ্ন তারা বিদ্রূপ, অবাধ্যতা এবং কুফরীর উদ্দেশ্যেই করেছিল। যেমন মক্কাবাসীও তাকে অনুরূপ এক প্রশ্ন করেছিল। তারা বলেছিল,-যে পর্যন্ত আরব ভূমির উপর আপনি নদী প্রবাহিত করে তাকে সবুজ শ্যামল প্রান্তরে পরিণত না করবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবো না।

সুতরাং আল্লাহর স্বীয় নবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে সান্তনা দিয়ে বলেনঃ-তাদের এ অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের কারণে আপনি মোটেই দুঃখিত হবেন না। তাদের এটা পুরাতন অভ্যাস। তারা মূসা (আঃ) কে এর চেয়েও জঘন্যতর প্রশ্ন করেছিল। তারা তাঁকে বলেছিল -আল্লাহকে প্রকাশ্য ভাবে প্রদর্শন কর। এ অহংকার, অবাধ্যতা এবং বাজে প্রশ্নের প্রতিফলও তাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। অর্থাৎ আকাশের বিদ্যুৎ তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

---

(১৩) শানে নযূলঃ কুরাইশ সর্দারগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলল, আমরা ইয়াহুদী আলিমদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, মুহাম্মদ যিনি নবুয়্যতের দাবী করেন, সে সম্বন্ধে তোমাদের কিতাবে কোন উল্লেখ আছে কি? তারা বলেছে মুহাম্মদের নবুওয়াত সম্বন্ধে তাওরাতে কোন কিছু উল্লেখ নেই। ঐ সময় ইয়াহুদী আলেমরা এসে পড়লে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, আপনার বিষয়ে তাওরাতে কিছুই উল্লেখ নেই। তখন নিম্ন আয়াত ৩টি নাযিল হয়।

لِكِنَّ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ إِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ

يَشْهَدُوْنَ - وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا *

অর্থঃ- *কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করছেন ঐ কিতাবের মাধ্যমে যা আপনাকে প্রদান করেছেন এবং প্রেরণ করেছেন স্বীয় জ্ঞানের পূর্ণতার সঙ্গে এবং ফিরিশ্তাগণও (নবুয়্যতের)সত্যতা স্বীকার করছেন; আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট।* (সূরাঃ নিসা-১৬৬)

ব্যাখ্যাঃ- পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রমাণ করা হয়েছে এবং তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার কারীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। এজন্যেই এখানে বলা হচ্ছে, হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গুটি কতক লোক তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে বটে কিন্তু স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তোমার রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তোমার উপর কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ করেছেন, যার কাছে বাতিল টিকতে পারে না। এর মধ্যে ঐ সমূদয় জিনিসের জ্ঞান রয়েছে যার উপর তিনি স্বীয় বান্দদেরকে অবহিত করতে চান। অর্থাৎ প্রমাণাদি, হিদায়াত, কুরআন, আল্লাহর সন্তুষ্টির ও অসন্তুষ্টির আহকাম, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংবাদ সমূহ এবং আল্লাহ তাআলার পবিত্র গুণাবলী। যে গুলো স্বয়ং আল্লাহ তাআলা অবহিত না করা পর্যন্ত কোন রসূল বা কোন নৈকট্য লাভকারী ফিরিশতাও জানতে পারেন না।

---

(১৪) শানে নুযূলঃ একদিন আহলে কিতাবদের কতিপয় আলিম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে আসলে তিনি তাদেরকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন এবং তা অমান্য করলে দোযখের ভয় দেখালেন। তারা বলল, এসব ভয় আমাদেরকে দেখাবেন না, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয় পাত্র। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ـ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ـ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ـ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ـ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ *

অর্থঃ- *আর ইয়াহূদী ও নাসারারা দাবী করে, আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয় পাত্র; আপনি জিজ্ঞেস করুন, আচ্ছা তবে তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কোন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরা অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় সাধারণ মানুষ মাত্র; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মার্জনা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন; আর আল্লাহরই প্রভুত্ব রয়েছে আকাশ সমূহেও এবং যমীনেও এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুতেও, আর তাঁরই দিকে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।* (সূরাঃ মায়িদা-১৮)

ব্যাখ্যাঃ- খ্রীষ্টানদের দাবী খণ্ডনের পর এখন ইয়াহূদী ও খ্রীষ্টান উভয়েরই দাবীকে খণ্ডন করছেন। তারা আল্লাহর উপর একটা মিথ্যা আরোপ এভাবে করেছে যে, তারা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) ও প্রিয় পাত্র। তারা নবীদের পুত্র এবং আল্লাহর আদরের সন্তান। তারা নিজের কিতাব থেকে নকল করে বলে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈল (আঃ) কে বলেছিলেনঃ اَنْتَ اِبْنِى بِكْرِى অতঃপর তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে ভাবার্থ বদলিয়ে দিয়ে বলে তিনি যখন আল্লাহর পুত্র হলেন তখন আমরাও তাঁর পুত্র ও প্রিয় পাত্র হলাম। অথচ তাদেরই মধ্যে যারা ছিল জ্ঞানী ও বিবেচক ও তারা তাদেরকে বুঝিয়ে বলেছিল যে, এ শব্দগুলো দ্বারা ইসরাঈল (আঃ) এর শুধু মর্যাদা ও সম্মানই প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র। এর দ্বারা তাঁর আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার বা রক্তের সম্পর্ক কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ অর্থেরই আয়াত খ্রীষ্টানেরা নিজেদের কিতাব থেকে নকল

করেছিল যে, ঈসা (আঃ) বলেছিলেনঃ

اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى اَبِيْ وَاَبِيْكُمْ يَعْنِىْ رَبِّى وَ رَبِّكُمْ এর দ্বারা প্রকৃত পিতাকে বুঝায় না বরং তাদের পরিভাষায় আল্লাহর জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হতো। অতএব, এর ভাবার্থ হবে -আমি আমার ও তোমাদের প্রভুর নিকট যাচ্ছি। আর এর দ্বারা এটাও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে এ আয়াতে যে সম্পর্ক ঈসা (আঃ) এর রয়েছে ঐ সম্পর্কই তাঁর সমস্ত উম্মতের দিকেও রয়েছে। (ইবনু কাসীর)

---

(১৫) শানে নুযূলঃ খাইবারের কোন ইয়াহূদী পরিবারের দু'জন বিবাহিত পুরুষ ও নারী যিনা করল। তাওরাতে এর শাস্তি "হত্যা"। তারা মদীনায় এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নিকট এর বিধান কি? তিনি বললেন, "হত্যা করা"। তারা বলল, তাওরাতের বিধান তো এরূপ নয়। বরং ৪০ বেত এবং মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরে ঘুরানো। জিবরাঈল (আঃ) এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেন, এরা মিথ্যা বলছে। আপনি ইয়াহূদী আলিম ইবনু সূরিয়াকে জিজ্ঞেস করুন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, সে বলল তাওরাতেও মৃত্যু দণ্ডেরই বিধান। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রায় দিলেন, উভয়কে মসজিদের দরজার পাশে পাথর মেরে হত্যা করা হোক। এ সম্বন্ধে নিম্ন আয়াতগুলো নাযিল হয়।

يٰاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ.......................................وَمَا اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ *

অর্থঃ- *হে রসূল! যারা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে কুফুরীতে পতিত হয় (তাদের এ কর্ম) যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, তারা সে সব লোকদের*

অন্তর্ভুক্ত হোক যারা নিজেদের মুখে বলে ঈমান এনেছে, অথচ তাদের অন্তর বিশ্বাস করেনি; কিংবা তারা সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হোক যারা ইয়াহুদী, এরা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, এরা আপনার কথাগুলো অন্য সম্প্রদায়ের জন্য কান পেতে শ্রবণ করে; যে সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যে, তারা আপনার নিকট আসেনি (বরং অন্যকে পাঠিয়েছে); তারা কালামকে তার স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে থাকে বলে যদি তোমরা (সেখানে গিয়ে) এ (বিকৃত) বিধান পাও, তবে তা গ্রহণ করবে আর যদি এ (বিকৃত) বিধান না পাও, তবে বেঁচে থাকবে; আর যার অমঙ্গল (গোমরাহী) আল্লাহরই মানযূর হয়, বস্তুতঃ তার জন্য আল্লাহর সাথে তোমার কোন জোর চলবে না। এরা এরূপ যে, এদের অন্তরগুলি পবিত্র করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। এদের জন্য ইহলোকে রয়েছে অপমান এবং পরলোকে রয়েছে ভীষণ শাস্তি। তারা অসত্য কথা শ্রবণ করতে অভ্যস্ত; অতএব, তারা যদি আপনার নিকট আসে, তবে আপনি তাদেরকে মীমাংসা করে দিন কিংবা বিরত থাকেন, আর যদি আপনি তাদের থেকে বিরত থাকেন, তবে এদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করে। আর যদি আপনি মীমাংসা করেন, তবে তাদের মধ্যে ন্যায় মীমাংসা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন। আর তারা আপনার দ্বারা কিরূপে মীমাংসা করাচ্ছে ? অথচ তাদের নিকট তাওরাত রয়েছে, যাতে আল্লাহর বিধান বিদ্যমান। অতঃপর তারা এরপর (আপনার মীমাংসা হতে) ফিরে যায়; আর তারা কখনো আস্থাবান নয়। (সূরাঃ মায়িদা-৪১-৪৩)

ব্যাখ্যাঃ- মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, ইয়াহুদীরা একটি লোককে চুন কালি মাখাবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা তাকে চাবুকও মারছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করেন। তারা উত্তরে বলে, এ লোকটি ব্যভিচার করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বিধানে কি ব্যভিচারের শাস্তি এটাই? তারা উত্তর দিলো হ্যাঁ। তিনি তখন তাদের এক আলিমকে ডাকলেন এবং তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সে বললো আপনি যদি আমাকে এরূপ

কসম না দিতেন তবে আমি কখনও বলতাম না। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আমাদের বিধানে বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যাই বটে। কিন্তু আমীরুল উমারা ও সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে এ পাপকার্য খুব বেশী ছড়িয়ে পড়লে তাদেরকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া আমরা সমীচীন মনে করলাম না। তাই তাদেরকে ছেড়ে দিতাম। আল্লাহর নির্দেশও যাতে বৃথা না যায় তজ্জন্যে দরিদ্র ও কর্ম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করে দিতাম। তারপর আমরা পরামর্শ করলাম যে এমন এক শাস্তি নির্ধারণ করা যাক যা ধনী-গরীব, ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সকলের উপর সমানভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। অবশেষে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, মুখে চুনকালি মাখিয়ে চাবুক মারা হবে। একথা শুনে রসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়ে বলেন" তাদের উভয়কে পাথর মেরে হত্যা করে ফেল। সুতরাং তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করে ফেলা হয়। সেই সময় তিনি বলেছিলেনঃ হে আল্লাহ! আমি প্রথম ঐ ব্যক্তি যে আপনার একটি মৃত হুকুমকে জীবিত করল। (ইবনু কাসীর)

---

(১৬) শানে নুযূলঃ দুটি ঘটনা সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

(১) আযান হলেই মুসলমানগণ নামায আরম্ভ করত। তখন ইয়াহুদীরা বলত "এরা দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ করুন আর যেন দাঁড়াতে না পারে"। রুকূ, সিজদা করতে দেখলেও বিদ্রুপ করত।

(২) মদীনায় জনৈক খ্রীষ্টান আযানে "আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" শুনে বলত, মিথ্যাবাদী পুড়ে মরুক। এক রাতে উক্ত খ্রীষ্টানের ঘরে আগুন লেগে সপরিবারে দগ্ধিভূত হয়ে গেল। এতদ্ভিন্ন রিফা'আ ইবনু যায়িদ নামক মুশরিক এবং তার সঙ্গী সুওয়াইদ কপটভাবে নিজদিগকে মুসলমান বলে প্রকাশ করল। কোন কোন মুসলমান তাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও করত। এসব

পরিস্থিতিতে নাযিল হয়।

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُونَ *

অর্থঃ- *তোমাদের বন্ধুতো আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং মুমিনগণ-যারা নামাযের পাবন্দী করে এবং যাকাত আদায় করে, এ অবস্থায় যে, তাদের মধ্যে বিনয় থাকে।* (সূরাঃ মায়িদা-৫৫)

ব্যাখ্যাঃ- যারা আল্লাহর উপর ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তাদেরকে তুমি এরূপ পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, যদিও তারা তাদের পিতা, ভাই এবং আত্মীয়-স্বজন হয়, এরাতো ওরাই যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিপিবদ্ধ করেছেন এবং জিবরাঈল (আঃ) দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাত সমূহে প্রবিষ্ট করাবেন যেগুলোর নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে, তথায় তারা চিরকাল অবস্থান করবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা ও তার প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর সেনাবাহিনী, আল্লাহর সেনাবাহিনীই সফলকাম হবে। (৫৮ ঃ ২১-২২) অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুমিনদের বন্ধুত্বে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, তাকে দুনিয়াতেও সাহায্য করা হবে পরকালেও সে সফলকাম হবে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা এ আয়াতকে এ বাক্য দ্বারাই শেষ করেছেন। (ইবনু কাসীর)

(১৭) শানে নুযূলঃ- বনী সাহ্‌ম গোত্রের একজন মুসলমান তামীমদারী ও আদী ইবনু বারা (পরে মুসলমান হয়) এর সঙ্গে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে গেল। পথিমধ্যে সাহ্‌মী মুসলমানটি পীড়িত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে সঙ্গী খ্রীষ্টানদ্বয়কে ওয়াসীয়ত করে গেল যে, আমার

পরিত্যাক্ত বস্তুগুলি আমার ওয়ারিশদের নিকট পৌঁছিয়ে দিও। পরিত্যাক্ত বস্তুগুলির মধ্যে একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পাত্রই ছিল মূল্যবান। তারা দেশে এসে উক্ত পাত্রটি বাদে বাকী সমস্ত দ্রব্যই ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছিয়ে দিল। ওয়ারিশরা এ পেয়ালাটির সংবাদ জানত। তাফসীরে মাদারেকে আছে, মৃত ব্যক্তির মালের সাথে একটি তালিকা ছিল। তারা উহা মিলিয়ে পেয়ালা পেল না। জিজ্ঞেস করা হলে বলল, অন্য কোন দ্রব্যই সে দেয়নি। পরিশেষে রসূলুল্লাহু সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে মুক্বাদ্দামা পেশ করা হল। তখন নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ـ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ـ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ ـ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ *

অর্থঃ- *হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পরস্পরের (বিষয়াদির) মধ্যে দু'জন লোক সাক্ষ্য থাকা সঙ্গত যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু আসন্ন হয় (অর্থাৎ) ওসীয়ত করার সময়, (এবং) এ দু ব্যক্তি এরূপ হবে যে দ্বীনদার এবং তোমাদের মধ্য হতে হবে অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দুজন হবে, যদি তোমরা সফরে থাক; অতঃপর মৃত্যুর ঘটনা তোমাদের উপর উপস্থিত হয়; যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তবে সাক্ষ্য (ওসী) দ্বয়কে নামাযের (জামাতের) পর রুখে নেও, অতঃপর তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করব না যদি*

কোন আত্মীয়ও হয়, আর আল্লাহর বিধানকে আমরা গোপন করব না, (যদি এরূপ করি, তবে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হব।

(সূরাঃ মায়িদা-১০৬)

ব্যাখ্যাঃ- এর ভাবার্থ হচ্ছে-যখন তোমরা সফরে থাকবে এবং ঐ অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যাবে তখন তোমরা মুসলমানদের মধ্য হতে দুজন সাক্ষী রাখবে। আর মুসলমান পাওয়া না গেলে অমুসলিম হলেও চলবে। এখানে এ কথা বের হচ্ছে যে, সফরে অসিয়তের সময় মুসলমান বিদ্যমান না থাকলে যিম্মীদেরকে সাক্ষী বানানো যেতে পারে। শুরাইহ্ (রঃ) বলেন যে, সফর ও অসিয়তের সময় ছাড়া অন্য কোন সময় ইয়াহূদী ও নাসারাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। আইম্মায়ে সালাসা বা ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ছাড়া বাকী তিনজন ইমাম এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন যে, কোন অবস্থাতেই মুসলিমের উপর অমুসলিমের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) যিম্মীর উপর যিম্মীর সাক্ষ্য বৈধ বলেছেন।

———※———

(১৮) শানে নুযূলঃ- ওসীদ্বয় কসম করে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে চলে যাবার কয়েকদিন পর ওয়ারীসগণ মক্কায় জনৈক ব্যক্তির নিকট উক্ত পাত্রটি দেখে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, তামীম ও আদী মৃত ব্যক্তি হতে উহা ক্রয় করেছে। অতঃপর ওয়ারিসগণ তামীম ও আদীকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, ক্রয়কালে আমাদের কোন সাক্ষী ছিল না বলে আমরা ক্রয় ব্যাপারটিকে তখন গোপন করেছিলাম। পুনরায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে মুকাদ্দামা পেশ করা হল। তখনই নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ - فَيُقْسِمَانِ

بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا - إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ *

অর্থঃ- *অতঃপর যদি জানা যায় যে, অসীদ্বয় কোন পাপে জড়িত হয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে পাপে জড়িত হয়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি সে স্থানে দাঁড়াবে যেখানে ওসীদ্বয় দাঁড়িয়ে ছিল, অতঃপর উভয়ে (এরূপে) আল্লাহর নামে শপথ করবে যে, নিশ্চয়, আমাদের এ শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা কিছু মাত্র ব্যতিক্রম করিনি, (যদি করি, তবে) এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।*

(সূরাঃ মায়িদা-১০৭)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রঃ) হতে বর্ণিত, বানূ সাহম গোত্রের একটি লোক তামীমুদ্দারী ও আদী ইবনু বিদার সঙ্গে সফরে বেরিয়েছিল। অতঃপর সাহমী লোকটি এমন এক জায়গায় মৃত্যু বরণ করে যেখানে কোন মুসলমান ছিল না। যখন তারা দুজন তার পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসল তখন সাহমীর পরিবারের লোকেরা রৌপ্য নির্মিত একটি পেয়ালা অনুপস্থিত দেখে। তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দু'জনের শপথ গ্রহণ করেন। এরপর পেয়ালাটি মক্কায় পাওয়া যায়। তাদেরকে ঐ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা বলেঃ আমরা এটা তামীম ও আদীর নিকট হতে ক্রয় করে নিয়েছি। তারপর সাহমীর অভিভাবকদের মধ্য হতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে যায় এবং শপথ করে বলে ঃ "নিশ্চয়ই পেয়ালাটি আমাদের সঙ্গীরই বটে।" তাদের ব্যাপারেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(তিরমিযী)

ইয়াহুদীদের চালাকী

(১) শানে নুযূলঃ- ইয়াহুদী আলিমগণ ভুল মাসআলা রচনা করে জনসাধারণ হতে অর্থ গ্রহণ করত এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এর পরিচয় গোপন রাখত। এতে নিজেরা মনে মনে আনন্দিত হত যে, আমাদের চালাকি কেউ টের পায় না। তাই আল্লাহ নিম্ন আয়াতটি নাযিল করেন।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ - وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

অর্থঃ- যারা এরূপ যে, স্বীয় (অসৎ) কর্মে আনন্দিত হয় এবং যে (সৎ) কাজ করেনি তাতে প্রশংসিত হবার বাসনা রাখে, সুতরাং এরূপ লোক সম্বন্ধে কখনো ধারণা করো না যে, তারা (দুনিয়ায়) বিশেষ রকমের আযাব হতে পরিত্রাণ পাবে, (কখনো নয়) বস্তুতঃ তাদের জন্য আখিরাতেও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (সূরাঃ আল-ইমরান-১৮৮)

ব্যাখ্যাঃ- ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দূষণীয় ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আহ্‌লে কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর তা হল এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেনি; বহু বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ তারা সৎকর্ম তো করেই না তদুপরি কামনা করে যে, সৎ কাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত অনুসারে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহূদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি তওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎ কাজের জন্য

আনন্দিত হয়ে ফিরে এল যে, আমরা চমৎকার ধোঁকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনার পরি প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হল, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

---

(২) শানে নুযূলঃ- ইয়াহূদীরা মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমান দেখা মাত্র ইয়াহূদীরা অশান্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিজেরা পরস্পরে কানাঘুষা আরম্ভ করে দিত। তখন মুসলমান মনে করত, তারই ক্ষতি সাধনে পরামর্শ করছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহূদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেন; কিন্তু তারা বিরত হল না। তখন নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

اَلَمْ تَرَى اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ............ الْمَصِيْرُ *

অর্থঃ- আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, এরপরও যা নিষেধ করা হয়েছে, তারা করে থাকে; পাপ কার্যের, উৎপীড়নের এবং রসূলের অবাধ্যতার কানাঘুষা করে থাকে, আর যখন তারা আপনার নিকট উপস্থিত হয়, তখন আপনাকে এমন শব্দ দ্বারা সালাম করে, যাদ্দারা আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি। এবং নিজেদের মনে মনে বলে, আমাদের এ উক্তির জন্য আল্লাহ আমাদেরকে কেন শাস্তি প্রদান করেন না? তাদের জন্য দোযখই যথেষ্ট, তাতে তারা প্রবেশ করবে, বস্তুতঃ তা নিকৃষ্ট বাসস্থান। (সূরাঃ মুজাদালাহ-৮)

ব্যাখ্যাঃ- উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। (এক) ইয়াহূদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তি চুক্তি ছিল। কিন্তু ইয়াহূদীরা যখন কোন মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত

যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ অবতীর্ণ হয়।

(দুই) মুনাফিকরাও এমনিভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিপ্রেক্ষিতে إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا আয়াত নাযিল হল। (তিন) ইয়াহুদীরা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হলে ব্যঙ্গ করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। বলার পরিবর্তে اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ। বলত। اَلسَّامُ শব্দের অর্থ মৃত্যু।

খ্রীষ্টানদের ইসলাম গ্রহণ

(১) শানে নুযূলঃ- মদীনায় হিজরতের পূর্বে জাফর সাদিক্ব তাইয়ার সহ কতিপয় মুসলমান আবী সিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। হাবশীরা তাদেরকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়নি, হাবশী খ্রীষ্টানগণ সত্যিকারের ইঞ্জীলের অনুসারী এবং খুবই উদার হৃদয় ছিল। বিশেষ করে আবী সিনিয়ার বাদশাহ এবং তাঁর বন্ধুগণ ইসলামের সত্যকে কবূল করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের স্থানে থেকেও জা'ফরের মুখে কুরআন শুনে ক্রন্দন করেছিলেন। আবার ত্রিশজন আলিম তাদের মধ্য হতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে কুরআন শুনে কেঁদে ছিলেন এবং মুসলমান হয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের বর্ণনাই নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে করা হয়েছে।

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ
........جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ *

অর্থঃ- *আপনি মানব মণ্ডলীর মধ্যে মুসলমানদের সাথে অধিক*

শত্রুতা পোষণকারী পাবেন এ ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে। আর তন্মধ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐসব লোককে পাবেন, যারা নিজদেরকে নাসারা বলে দাবী করে। এটা এ কারণে যে, এদের মধ্যে বহু জ্ঞান-পিপাসু আলিম এবং বহু সংসার বিরাগী দরবেশ রয়েছে, আর এ কারণে যে, এরা অহংকারী নয়। যখন তারা তা শুনে, যা রসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে, তখন আপনি তাদের চোখে অশ্রু বইতে দেখবেন, এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হলাম, অতএব আমাদেরকে ঐসব লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করেন, যারা (মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন সত্য হওয়া) স্বীকার করে। আর আমাদের এমন কি ওযর আছে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং সে সত্যের প্রতি ঈমান আনব না-যা আমাদের কাছে পৌঁছেছে? অথচ এ আশা রাখব যে, আমাদের প্রভু নেককারদের সাথে আমাদেরকে শামিল করবেন। ফলতঃ তাদের এ উক্তি (ও বিশ্বাস) এর বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহ প্রদান করবেন, যার তলদেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে, তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে; আর এটাই নেককারদের বিনিময়।

(সূরাঃ মায়িদা-৮২-৮৫)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতে খ্রীষ্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয়। নাজ্জাশী ও তাঁর পরিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রীষ্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রীষ্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। তাই ইমাম আবূবকর জাস্সাস আহকামুল কুরআনে বলেনঃ কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে,

এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রীষ্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইয়াহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মুর্খতা। কারণ, সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রীষ্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণত খ্রীষ্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইয়াহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রীষ্টানদের মধ্যে আল্লাহভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে।

---

(২) শানে নুযূলঃ অন্য বর্ণনা মতে, হিজরতের কয়েক বৎসর পর একদা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ৭০ জন নওমুসলিম রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে হাযির হয়ে তথায় কুরআন মাজীদ শুনে অতিশয় মুগ্ধ হয়ে তারা কেঁদে অধির হয়ে যায় এবং চোখের পানি দরবিগলিত ধারায় প্রবাহিত হয়। তাদের মুখে "রাব্বানা-আ-মান্না" (হে আমাদের প্রভু আমরা ঈমান আনলাম) উচ্চারিত হতে থাকে। এ দলের অবস্থা নিম্ন আয়াতে বর্ণিত হয়।

وَإِذَا سَمِعُوْا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوْلِ تَرٰى أَعْيُنَهُمْ
تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ .... مَعَ الشّٰهِدِيْنَ *

অর্থঃ- *আর যখন তারা তা শ্রবণ করে, যা রসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে, তখন আপনি তাদের চোখে অশ্রু বইতে দেখবেন, এ কারণে যে, তারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তারা এরূপ বলে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা মুসলমান হলাম, অতএব আমাদেরকেও ঐ সব*

লোকের সাথে লিপিবদ্ধ করেন, যারা (মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন সত্য হওয়া) স্বীকার করে। (সূরাঃ মায়িদা-৮৩)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াত এবং পরবর্তী চারটি আয়াত নাজ্জাসী এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যখন তাঁদের সামনে হাবসা বা আবিসিনিয়া রাজ্যে জাফর ইবনু আবি তালিব (রাঃ) কুরআন মাজীদ পাঠ করেন তখন তাদের চক্ষু দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে, এমন কি তাদের দাড়ি ভিজে যায়। কিন্তু এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতগুলো মদীনায় অবতীর্ণ হয়। আর জাফর (রাঃ) এর এ ঘটনাটি হিজরতের পূর্বের ঘটনা। এটাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতগুলো ঐ প্রতিনিধির ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যাকে বাদশাহ নাজ্জাসী রসূলুল্লাহ (সঃ) এর দরবারে প্রেরণ করেছিলেন। উদ্দেশ্যে এই যে, যেন তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার অবস্থান ও গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তাঁর কথাগুলো শ্রবণ করেন। যখন তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলিত হন এবং তার মুখ থেকে কুরআন কারীম শ্রবণ করেন তখন তাঁর অন্তর গলে যায়। তিনি খুবই ক্রন্দন করেন এবং ইসলাম কবূল করেন। ফিরে গিয়ে তিনি নাজ্জাসীর কাছে সমস্ত অবস্থা বর্ণনা করেন। নাজ্জাসী তখন রাজ্য ত্যাগ করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে মিলনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু সঠিক বর্ণনায় সাব্যস্ত হয় যে, তিনি আবিসিনিয়ায় রাজত্ব করতে করতেই মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর দিনই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন এবং তাঁর গায়িবানা জানাযার নামায আদায় করেন। (ইবনু কাসীর)

মুনাফিকদের ভ্রান্ত ধারণা

(১) শানে নুযূলঃ- জনৈক ইয়াহুদীর সাথে জনৈক মুনাফিকের ঝগড়া হলে, ইয়াহুদী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালিস

মানল। সে জানত, ধর্ম বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও তিনি পক্ষপাতিত্ব করবেন না। আর মুনাফিকের দাবী মিথ্যা ছিল, সে মনে করল, আমি বাইরে মুসলমান হলেও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাক-চাতুরাতীতে কাজ হবে না। অপর দিকে কা'ব ইবনু আশরাফ একজন অসৎ ইয়াহুদী সর্দার, তাকে পক্ষে আনতে পারব কাজেই সে কা'বকে সালিস মানল। অবশেষে উভয়েই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিচার প্রার্থী হল এবং ইয়াহুদীর জয় হল। মুনাফিক এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ওমর (রাঃ) এর নিকট গেল। সে ধারণা করেছিল ওমর তার পক্ষেই রায় দিবেন। ইয়াহুদী মনে করল, ওমর ন্যায় পরায়ণ। তিনি তার পক্ষেই রায় দিবেন। কাজেই মুনাফিকের প্রস্তাবে সে সম্মত হয়ে ওমরের কাছে গেল এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল এবং এও বলল যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মীমাংসা করেছিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি মানেনি। ওমর তৎক্ষণাৎ তলোয়ার দ্বারা মুনাফিকের (শিরোচ্ছেদ) গর্দান উড়িয়ে দিয়ে বললেন, নবীর মীমাংসা অমান্য করার এটাই শাস্তি। অনন্তর মুনাফিকের ওয়ারিসগণ রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে গিয়ে বলল, একটা আপোষ মীমাংসার জন্যই ওমরের নিকট যাওয়া হয়েছিল, অনর্থক তিনি তাকে হত্যা করেছেন। কাজেই আমরা হত্যার প্রতিশোধ চাই। তখন নিম্নোক্ত আয়াতসহ আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ - وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا *

অর্থঃ- *আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেননি যারা দাবী করে যে,*

তারা ঐ কিতাবের প্রতিও ঈমান রাখে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা আপনার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে, এ অবস্থায় তারা নিজেদের মুকদ্দমাগুলি শয়তানের নিকট নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদেরকে এ আদেশ করা হয়েছে, যেন তাকে না মানে; আর শয়তান তাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করে বহু দূরে নিয়ে যেতে চায়। (সূরাঃ নিসা-৬০)

ব্যাখ্যাঃ- জনৈক মুনাফিক ও ইয়াহুদীর মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। অতঃপর মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইয়াহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফায়সালা করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমানকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সে এ মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইয়াহুদীকে রাযী করিয়ে ওমর ইবনু খাত্তাবের নিকট মীমাংসা করাতে নিয়ে যাবে। ইয়াহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, মুসলমান ব্যক্তিটি মনে করেছিল, যেহেতু ওমর কাফিরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইয়াহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে তারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু'জনই ওমর ফারূকের নিকট হাযির হল। ইয়াহুদী লোকটি ফারূকে আযমের নিকট সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ মোকদ্দমার ফায়সালা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও করেছেন, কিন্তু তাতে এ লোকটি সম্মত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি।

ওমর জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে স্বীকার করল। তখন ফারূকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাফিক লোকটিকে পরপারে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লা-এর ফায়সালা মানতে রাযী নয়, এই হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি সা'লাবী, ইবনুআবী হাতিম ও আবদুল্লাহ

ইবনু আব্বাসের রিওয়ায়াতক্রমে রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে।)

সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারগণ এ প্রসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরপর নিহত মুনাফেকের ওয়ারিসগণ ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়তী কোন দলীল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এবং নিহত ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার কথা প্রকাশ করে ওমরকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

*

(২) শানে নুযূলঃ কতিপয় মুনাফিক রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে অশোভন উক্তি করলে অন্য এক মুনাফিক বলল, সাবধান! মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলে বিপদ হবে। প্রথম ব্যক্তি বলল, চিন্তা নেই, আমাদের বিরুদ্ধে কেউ তাঁর নিকট রিপোর্ট করলে, আমরা তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা শপথ সহ সাফাই পেশ করব, সমস্ত বিপদ কেটে যাবে। সত্যের অনুসন্ধান করা তাঁর অভ্যাস নয়। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ـ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ *

অর্থঃ- *তারা তোমাদের নিকট শপথ করে থাকে, যেন তারা তোমাদেরকে রাযী করতে পারে, অথচ আল্লাহ এবং তাঁর রসূল হচ্ছেন অধিক হক্দার (এ বিষয়ে) যে, তারা যদি সত্যিকারের মুসলমান হয়ে থাকে, তবে তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে।* (সূরাঃ তওবা--৬২)

ব্যাখ্যাঃ- কাতাদাহ (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন,

বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের একটি লোক বলে– "আল্লাহর শপথ ! আমাদের এসব সর্দার ও নেতা খুবই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। যদি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা সত্যই হতো তবে কি এরা বোকা যে, তা মানতো না ?" তার এ কথাটি খাঁটি মুসলিম সাহাবী শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ "আল্লাহর কসম ! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সব কথাই সত্য। আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে না তারা যে নির্বোধ এতে কোন সন্দেহ নেই।" ঐ সাহাবী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে (মুনাফিককে) ডেকে পাঠান। কিন্তু সে শক্ত কসম করে বলে–"আমি তো এ কথা বলিনি। এ লোকটি আমার উপর অপবাদ দিচ্ছে।" তখন ঐ সাহাবী দু'আ করেনঃ "হে আল্লাহ ! আপনি সত্যবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে দেখিয়ে দিন !" তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

*

(৩) শানে নুযূলঃ মুনাফিক সম্প্রদায়ের কতিপয় লোক ইসলাম সম্বন্ধে বিদ্রুপাত্মক উক্তি করছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ আশংকাও হচ্ছিল যে, যদি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহী মারফত এ ঘটনা জানতে পারেন, তবে ভারী বিপদ হবে। কার্যতঃ তা-ই হল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহী দ্বারা এ খবর জানতে পেরে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, আমরা কেবল মাত্র হাসি তামাশা করতেছিলাম। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ـ قُلِ اسْتَهْزِئُوا ـ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ *

অর্থঃ- *মুনাফিকরা আশংকা করে যে, মুসলমানদের প্রতি না এমন*

কোন সূরা নাযিল হয়ে পড়ে যা তাদেরকে মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করিয়ে দেয়; আপনি বলে দিন যে, হাঁ, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে। (সূরাঃ তওবা-৬৪)

ব্যাখ্যাঃ- কাতাদাহ (রঃ) বলেন যে, তারা (মুনাফিকরা) পরস্পর আলাপ আলোচনা করতো। কিন্তু সাথে সাথে এ আশংকাও করতো যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা হয়তো ওয়াহীর মারফত মুসলিমদেরকে তাদের গুপ্ত কথা জানিয়ে দিবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ "(হে রসূল)! যখন তারা (মুনাফিকরা) তোমার কাছে আগমন করে তখন তোমাকে এমনভাবে সম্বোধন করে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে সম্বোধন করেন না, অতঃপর তারা মনে মনে বলে– আমরা যা বলছি তার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে না কেন? (এই মুনাফিকদের জেনে রাখা উচিত যে,) জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট, ওর মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, আর ওটা খুবই নিকৃষ্ট স্থান।" এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুনাফিক সম্প্রদায়! তোমরা মুসলিমদের অবস্থার উপর মন খুলে উপহাসমূলক কথা বলে নাও। কিন্তু জেনে রেখো যে, একদিন তোমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবেই। যেমন আল্লাহ তা'আলা আর এক জায়গায় বলেন ঃ "অন্তরে ব্যাধিযুক্ত এই লোকগুলো কি ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের শত্রুতাকে কখনো প্রকাশ করবেন না? আর হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাকে তাদের পূর্ণ পরিচয় বলে দিতাম, তখন তুমি তাদেরকে তাদের আকৃতি দ্বারাই চিনতে পারতে, তবে তুমি তাদেরকে তাদের কথার ধরণে অবশ্যই চিনতে পারবে, আর আল্লাহ তোমাদের সকলের কার্যাবলী অবগত আছেন।"

---

(৪) শানে নুযূলঃ- তাবুক হতে ফিরার পথে কতিপয় মুনাফিক পরামর্শ করল, উমুক উপত্যকা দিয়ে যাবার কালে আমরা রসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গর্তের মধ্যে ফেলে দিব। তাতে তিনি মরে যাবেন। পরামর্শ অনুসারে তারা কাপড়ে মুখ ঢেকে যথাস্থানে পৌছল। পরবর্তী মনযিলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন। তারা কসম করে অস্বীকার করল। এদের তিনি আর্থিক সাহায্য করেছিলেন, তবুও তারা এ ষড়যন্ত্র করেছিল। এ সম্বন্ধে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ـ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ـ وَمَا نَقَمُوْا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ـ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ـ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ *

অর্থঃ- *তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, আমরা অমুক কথা বলিনি, অথচ নিশ্চয় তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের ইসলাম (গ্রহণ) এর পর কাফির হয়ে গেল। তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল, যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা এটা কেবলমাত্র এ বিষয়েরই প্রতিদান দিয়েছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল নিজ অনুগ্রহে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন। অনন্তর যদি তারা তওবা করে নেয়, তবে তা তাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। আর ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন ওলী হবে, আর না কোন সাহায্যকারী।*
(সূরাঃ তাওবা-৭৪)

ব্যাখ্যাঃ- মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী কথা বার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন

মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজেদের সূচিতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অশুভ পরিণতি ও দূরাবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাঁইতেও নিকৃষ্ট। তার এ বাক্যটি আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসেন, তখন আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে (আমি এমন কথা বলিনি)। এতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে 'মিম্বরে-নববী'র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নেয় যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমের মিথ্যা কথা বলছে। আমের (রাঃ)- এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দু'আ করেন যে, আয় আল্লাহ্, আপনি ওয়াহীর মাধ্যমে স্বীয় রসূলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনায় স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত মুসলমান 'আমীন' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীল (আঃ) ওয়াহী নিয়ে হাযির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রসূলুল্লাহ্, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার দ্বারা হয়ে গিয়েছিল।

আমির ইবনু কায়িস (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর তওবা কবূল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়। -(মাযহারী)

——————※——————

(৫) শানে নুযূলঃ আখনাস ইবনু শুরাইক নামক জনৈক মুনাফিক অতিশয় মিষ্টভাষী ছিল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে খুব চাটুকারিতা করত এবং তাঁর প্রতি নিজের অনুরাগ দেখাত; কিন্তু ভিতরে সে হাড়ে হাড়ে বদ্‌লোক ছিল। আল্লাহ নিম্ন আয়াতে তার মুনাফিকির সংবাদ বর্ণনা করেন।

أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۔ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٭

অর্থঃ- *স্মরণ রেখ, তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলি আল্লাহ হতে লুকাতে পারে; স্মরণ রেখ, তারা যখন নিজেদের কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু চুপে চুপে আলাপ করে এবং যা কিছু প্রকাশ্যে আলাপ করে, নিশ্চয় তিনি অন্তরের ভিতরের কথাগুলো জানেন।* (সূরাঃ হুদ-৫)

ব্যাখ্যাঃ- এর দ্বারা ঐ লোককে বুঝানো হয়েছে, যে স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জাবোধ করে অথবা নির্জনতায়ও লজ্জা পায়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, লোকেরা খোলা আকাশের নীচে নির্জনে থাকতে এবং সহবাস করতে শরম করতো এবং নিজেদের

মুখ ফিরিয়ে নিতো। বিশেষ করে ঐ সময়, যখন তারা বিছানা পেতে শুয়ে পড়তো এবং মাথা ঢেকে নিতো। তাদের ধারণা ছিল এই যে, যদি তারা বাড়ীতে অবস্থান করে বা কাপড় গায়ে জড়িয়ে কোন খারাপ কাজ করে, তবে তারা আল্লাহ থেকে নিজেদের পাপকার্য গোপন করতে সক্ষম। তাই আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, তারা রাতের অন্ধকারে শয়ন করার সময় কাপড় গায়ে জড়িয়ে দেয়। কিন্তু তারা কোন কাজ গোপনই করুক বা প্রকাশ্যেই করুক, আল্লাহ তা জানেন। এমন কি মানুষের অন্তরের নিয়ত, মনের ইচ্ছা এবং গুপ্ত রহস্য সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

---

(৬) শানে নুযূলঃ কোন এক যুদ্ধে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বচসা হয়। এ সুযোগে আব্দুল্লাহ-বিন-উবাই আনসারদেরকে এ বলে উত্তেজিত করতে লাগল "তোমরা এ বিদেশী লোকদেরকে আহার যুগিয়ে দিয়ে গর্বিত করে তুলেছ, মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয় বন্ধ করে দাও, ফলে খেতে না পেয়ে নিজেরাই সরে পড়বে। আর আমরা এ ছোট লোকদেরকে মদীনা হতে তাড়িয়ে দেব।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জানতে পেরে ইবনু উবাইকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করল। এ সম্পর্কেই সূরা মুনাফিকূনের প্রথম রুকূ নাযিল হয়।

إِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ- وَاللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ*

অর্থঃ- *যখন এ মুনাফিকরা আপনার নিকট আসে, তখন বলে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রসূল। আর এটাতো আল্লাহ*

অবগত আছেন যে, আপনি আল্লাহর রসূল! আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এ মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। (সূরাঃ মুনাফিকুন-১)

ব্যাখ্যাঃ- সূরা মুনাফিকূন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা ঃ এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক (রহঃ) এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ্ ও ওরওয়া (রহঃ)-এর রিওয়ায়াত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে 'বনি মুস্তালিক' যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। (মাযহারী)

ঘটনা এইঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পান যে, 'মুস্তাফিক' গোত্রের সরদার হারেস ইবনু যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারিস ইবনু যিরার জুয়ায়রিয়া (রাঃ)-এর পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারিস ইবনু যিরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল মুজাহিদসহ তাদের মুকাবিলা করার জন্যে বের হন। এই জিহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাফিকও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফির হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌঁছলেন, তখন 'মুরাইসী' নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারিস ইবনু যিরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয়পক্ষে সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মুকাবিলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহু লোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এ জিহাদের সমাপ্তি ঘটল।

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই সমবেত ছিলেন, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন

মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌঁছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌঁছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেনঃ একি মূর্খতা যুগের আহবান ! দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন ঃ এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেনঃ প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা - সে যালিম হোক অথবা মযলূম। মযলূমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে যুলূম থেকে রক্ষা করা। জালেমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জুলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম ও কে মযলূম। এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসুলভ দুর্গন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহ্জাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনু ওবরা আনসারী (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। ওবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী যালিম ও মজলূম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাফিকদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল তাদের নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের

মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাফিকদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়িদ ইবনু আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বললঃ তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাথায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপনা-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে।

সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেনঃ আল্লাহ্র কসম, তুই-ই বাজে লোক লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, বিপদ দেখলে সে, তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দিবে। তাই সে স্পষ্টভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়িদ ইবনু আকরামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে যায়িদের কাছে ওজর পেশ করে বললঃ আমি তো একথাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং আগাগোড়া ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে

উঠল। যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) অল্পবয়স্ক সাহাবী ছিলেন। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়িদ কসম খেয়ে বললেনঃ না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন ঃ তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়িদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ)-কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করেছ এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছ। যায়িদ (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্র কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে ওমর (রাঃ) এসে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেনঃ আপনি ওব্বাদ ইবনু বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মস্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনু উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। ওমর (রাঃ)-এর এই কথা আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ্ ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত

হয়ে আরয করলেনঃ যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মস্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরয করলেনঃ সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমার অপেক্ষা অধিক পিতামাতার সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দেন এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে আত্মসম্বরণ করতে পারব না। এটা আমার জন্য আযাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এ ঘটনার পর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে 'কসওয়া' উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাইকে ডেকে এনে বললেনঃ তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল ঃ আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এ বালক (যায়িদ ইবনু আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্রে আবদুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত ঃ যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনু উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ)- এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ

সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাফেলাকে এক জায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কিরাম মানযিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেনঃ সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাৎক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে উদ্ভূত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনু সামিত (রাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেনঃ তুমি এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এতে তোমরা মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। ইবনু উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেনঃ আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কুরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) বার বার রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। হঠাৎ যায়িদ ইবনু আরকাম (রাঃ) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে ওয়াহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠেছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার ভারে নুয়ে পড়ছে। যায়িদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওয়াহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম-এর এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়িদ (রাঃ) বলেনঃ আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ঘেঁষে যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন ঃ "হে বালক, আল্লাহ্ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকূন ইবনু উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।"

মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ

(১) শানে নুযূলঃ- মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে একটু দুর্বল দেখলেই কুফরী উক্তি আরম্ভ করত, তাদের এ বিরোধিতায় ইসলামের অগ্রগতিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা এসে পড়ে, এ আশংকায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মনে কষ্ট হত। সুতরাং নিম্ন আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

অর্থঃ- *নিশ্চয় যারা ঈমানের স্থলে কুফরকে গ্রহণ করেছে, তারা আল্লাহর বিন্দু মাত্রও ক্ষতি করতে পারবে না, আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।* (সূরাঃ আল-ইমরান-১৭৭)

ব্যাখ্যাঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন বলে কাফিরদের পথভ্রষ্টতা তাঁর নিকট খুবই কঠিন ঠেকছিল। যেমন তারা কুফরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমন তিনি চিন্তিত হয়ে পড়ছিলেন। এ জন্যই মহান আল্লাহ তাকে এটা হতে বিরত রাখছেন এবং বলছেন-এরই মধ্যে আল্লাহ পাকের নিপুণতা রয়েছে। হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কুফরী তোমার বা আল্লাহর কোন

ক্ষতি করতে পারবে না। এসব লোক তাদের পরকালের অংশ ধ্বংস করতে রয়েছে এবং নিজেদের জন্য ভায়াবহ শাস্তির প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের বিরুদ্ধাচরণ হতে আল্লাহ তোমাকে নিরাপদে রাখবেন। সুতরাং তুমি তাদের জন্য দুঃখ করো না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন -আমার নিকট এও নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে যে, যারা ঈমানকে কুফরীর দ্বারা পরিবর্তিত করে সেও আমার কোন ক্ষতি করতে পারে না বরং তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

*

(২) শানে নুযূলঃ- ষষ্ঠ হিজরীতে আয়িশা (রাঃ) বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। প্রত্যাবর্তন কালে এক মনযিলে বিশ্রাম করেন। যাত্রার প্রাক্কালে আয়িশা ইস্তিঞ্জায় গেলেন। যাত্রার আদেশ হলে চালক উট হাঁকিয়ে দিল; তিনি এসে দেখলেন কেউ নেই। পরে পতিত দ্রব্যের সন্ধানকারী সাফওয়ান এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। মুনাফিকরা মিথ্যা অপবাদ রটাল। কতিপয় সাহাবীও আলোচনায় যোগ দিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরাধীদেরকে অপবাদের শাস্তি দিলেন। এ ঘটনার মর্মে সূরা নূরের নিম্ন আয়াতটি সহ আরো কিছু আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ - لَا تَحْسَبُوْهُ
شَرًّا لَّكُمْ - بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ
مِنَ الْإِثْمِ - وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ......الخ

অর্থঃ- *নিশ্চয় যারা এ তূফান উঠিয়েছে, তারা তোমাদেরই মধ্যকার ক্ষুদ্র একদল; তোমরা তাকে নিজেদের পক্ষে মন্দ বলে মনে করো না। বরং তা তোমাদের জন্য উত্তমই উত্তম; তাদের প্রত্যেকেরই সে পরিমাণ গুনাহ হয়েছে, যে পরিমাণ কাজ করেছে। আর তাদের মধ্যকার যে এ অপবাদ*

প্রদানে সর্বাপেক্ষা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে, তার কঠোর শাস্তি হবে।

(সূরাঃ নূর-১১)

ব্যাখ্যাঃ- বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী মুস্তালিক নামান্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই আয়েশা (রাঃ) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটাই ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাত্রে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। আয়িশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল; তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তথায় তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় আয়িশার পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গিনী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূণ্য-এরূপ ধারণাও কারো মনে উদয় হল না। আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবে যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাঁদের জন্যে তালাশ করে নেয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তালকে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফিলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে আয়িশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাপ্রথা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠের সাথে তাঁর মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য আয়িশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সাফওয়ান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। আয়িশা (রাঃ) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফিলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কান কথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হাসসান, মিস্‌তাহ্ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ্ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দুররে মনসূরে ইবনু মরদুবিয়াহর বরাত দিয়ে ইবনু আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে,

যখন এই মুনাফিক-রচিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে খুবই দুঃখিত হলেন।

আয়িশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা আয়িশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কুরআনী-বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। বাযযার ও ইবনু মারদুবিয়াহ্ আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন জন মুসলমান মিসতাহ্, হামানাহ্ ও হাসসানের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসল অপবাদ-রচয়িতা আবদুল্লাহ্ ইবনু উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়িম থাকে। (বয়ানুল কুরআন)

মুনাফিকদের মুনাফিকী

(১) শানে নুযূলঃ আখনাস ইবনু শুরাইক নামক জনৈক প্রাঞ্জলভাষী মুনাফিক রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আল্লাহর কসম করে ইসলাম গ্রহণের মিথ্যা দাবী করত এবং সে বৈঠক হতে উঠেই মানুষের নানা রকম ক্ষতি ও অশান্তিকর কাজে ঘুরে বেড়াত। এ মুনাফিক লোকটির সম্বন্ধেই আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ـ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ *

অর্থঃ- *আর কোন কোন মানুষ এমনও আছে যে, আপনার নিকট তার আলাপ আলোচনা যা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যে হয়, চিত্তাকর্ষক মনে হয় এবং সে আল্লাহকে হাযির নাযির বর্ণনা করে নিজের অন্তরস্থ বিষয়ের প্রতি অথচ সে বিরোধিতায় কঠোর।* (সূরাঃ বাক্বারা-২০৪)

ব্যাখ্যাঃ- সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতগুলো আখনাস বিন শুরাইক সাকাফীর সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। এই লোকটি মুনাফিক ছিল। প্রকাশ্যে সে মুসলমান ছিল বটে কিন্তু ভিতরে সে মুসলমানদের বিরোধী ছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আয়াতগুলো ঐ মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ যারা যুবাইর (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের দুর্নাম করেছিল, যাদেরকে রাজী নামক স্থানে শহীদ করা হয়েছিল। এই শহীদগণের প্রশংসায় শেষের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং পূর্বের আয়াতগুলো মুনাফিকদের নিন্দা করে অবতীর্ণ হয়। কেউ কেউ বলেন যে, আয়াতগুলো সাধারণ। প্রথম তিনটি আয়াত সমস্ত মুনাফিকের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয় এবং চতুর্থ আয়াতটি সমুদয় মুসলমানের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়।

———※———

(২) শানে নুযূলঃ- মুসলমান হবার পূর্বে ইকরাম ও আবূ সূফইয়ান মুনাফিক সর্দার উবাইকে সঙ্গে নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমীপে উপস্থিত হল এবং বলল, আমাদেরকে মূর্তি পূজা হতে বারণ করো না, তাহলে আমরাও তোমার কাজে বাধা দেব না। উবাই ও তার সঙ্গীগণ একথা সমর্থন করল। এ সব কথা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে খুব খারাপ বোধ হল এবং ক্রোধে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল। ওমর (রাঃ) ক্রোধে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে থামিয়ে বললেন, ধৈর্য ধর, আমি এদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এতদুপলক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَالْمُنَافِقِيْنَ

-إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا *

অর্থঃ- *হে নবী! আল্লাহকে ভয় করতে থাকুন। কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।* (সূরাঃ আহযাব-১)

ব্যাখ্যাঃ- এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে। একটি এই যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশে-পাশে বনূ কুরাইজা, বনূ নযীর, বনু কাইনুকা প্রভৃতি কতিপয় ইয়াহুদী গোত্র বসবাস করত। রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইয়াহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজতর হবে মনে করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানালেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমনকি ওদের দ্বারা কোন অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলে ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমনি গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। (কুরতুবী)

———※———

(৩) শানে নুযূলঃ- মুনাফিকরা মদীনা শহরে চাঞ্চল্যকর গুজব রটায়, অমুক শত্রুদল শহর আক্রমণ করছে। তাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের মনে আতংকের সৃষ্টি হত। নিম্ন আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাদেরকে পরাভূত করার ধমকী প্রদান করে তাদের দুষ্টামী বন্ধ করে দিলেন।

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا - مَّلْعُوْنِيْنَ أَيْنَمَا ثُقِفُوْا أُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا *

অর্থঃ- *যদি মুনাফিকরা আর ঐ সব লোক যাদের অন্তরে কলুষতা আছে এবং ঐ সব লোক যারা মদীনায় মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে থাকে তারা (নিজেদের ঈদৃশ কার্য হতে) বিরত না হয়, তবে অবশ্যই আমি আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করে দিব, অতঃপর তারা আপনার নিকট মদীনায় অতি অল্প কালই অবস্থান করতে পারবে। তাও অভিশপ্ত অবস্থায়, যেখানে তাদেরকে পাওয়া যাবে, ধর পাকড় ও মারপিট করা হবে।*

(সূরাঃ আহযাব-৬০-৬১)

ব্যাখ্যাঃ- আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফির ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেয়া হত। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফিরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্রুপ, দোষারোপ ও নবী-পত্নীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্ট দানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবাণীও আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

---

(৪) শানে নুযূলঃ- এক সময়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করছিলেন, মজলিসে বহু লোক ছিল। এমন সময় কতিপয় বদরী সাহাবী আসলেন, মজলিসের লোকেরা ঘনিয়ে না বসায় তাঁদের স্থান হলনা, তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। তা দেখে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম ধরে কয়েকজন লোককে মজলিস ত্যাগ করতে বললেন। মুনাফিকরা সুযোগ পেয়ে টিপ্পনি কাটল, এ কেমন বিচার! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যারা নিজের ভাইদের জন্য স্থান ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তাদেরকে রহম করবেন। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ - وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ - وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ *

অর্থঃ- *হে মুমিনগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসের মধ্যে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদেরকে (বেহেশতে) প্রশস্ত স্থান প্রদান করবেন, আর যখন বলা হয় যে, (মজলিস হতে) উঠে পড়, তখন উঠে পড়িও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন; এবং তাদেরকেও (বাড়িয়ে দিবেন) যাদেরকে ইল্ম দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে পূর্ণ অবহিত আছেন।* (সূরাঃ মুজাদালাহ-১১)

ব্যাখ্যাঃ- মুসলমানদের সাধারণ মজলিস সমূহের বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দিবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো

প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এ আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এইঃ অর্থাৎ, যখন তোমাদের কাউকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন ওঠে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

আবদুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রিওয়ায়াতে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তুকের জন্যে জায়গা করে দাও। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, ইবনু কাসীর)

---

(৫) শানে নুযূলঃ- ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা সাধারণ মুসলমানদের মনে কষ্ট প্রদানের এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে দীর্ঘালাপ জুড়ে দিত। কিন্তু তিনি এটা পছন্দ করতেন না। এ দিকে মুসলমানদের মনেও কষ্ট হত। আল্লাহ নিম্ন আয়াতটি নাযিল করে আলাপ কারীদের উপর সদক্বাহ ধার্য করে দিলেন।

يَاۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ـ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ـ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ *

অর্থঃ- *হে মুমিনগণ। যখন তোমরা রসূলের সাথে পরামর্শ (করতে ইচ্ছা) কর, তখন তোমাদের এ পরামর্শের পূর্বে কিছু সদকাহ প্রদান করো; এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং পবিত্র থাকার উত্তম উপায়; অনন্তর যদি তোমাদের সামর্থ্য না থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।*
(সূরাঃ মুজাদালাহ-১২)

ব্যাখ্যাঃ- রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনশিক্ষা ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণত মজলিস সমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময় সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা খাঁটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কুরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাযিল হওয়ার পর আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

---

(৬) শানে নুযূলঃ- আব্দুল্লাহ ইবনু নাব্তাল নামক জনৈক ইয়াহুদী সর্দার মুনাফিক ও ফ্যাসাদী ছিল; রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে খুব আসা-যাওয়া করত। একদিন সে তাঁর দরবারে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এবং অমুক ব্যক্তি আমার নিন্দা কর কেন?" সে অস্বীকার করল এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের নাম উল্লেখ করলেন তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসে মিথ্যা শপথ করতে

লাগল। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতগুলো নাযিল হয়।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ - مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ
..........هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ *

অর্থঃ- *আপনি কি ঐ সব লোকের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন; এরা (অর্থাৎ, এ মুনাফিকরা) তোমাদের মধ্যেও নয় এবং তাদের মধ্যেও নয়, আর তারা মিথ্যা কথার উপর শপথ করে বসে, অথচ তারা জানে। আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন; নিঃসন্দেহে, তারা মন্দ কার্যসমূহ করত। তারা তাদের (সে মিথ্যা) শপথগুলোকে (আত্ম রক্ষার) ঢাল স্বরূপ করে নিয়েছে, অতঃপর (অন্যান্যকেও) আল্লাহর রাস্তা হতে বিরত রাখে, সুতরাং তাদের জন্য অবমাননাকর আযাব রয়েছে। (তখন) তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি তাদেরকে আল্লাহর আযাব) হতে কিছু মাত্র রক্ষা করতে পারবে না; তারা দোযখের অধিবাসী; তারা তাতে অনন্তকাল থাকেব।* (সূরাঃ মুজাদালাহ-১৪-১৭)

ব্যাখ্যাঃ- এসব আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সেসব লোকের দুরবস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্‌র শত্রু কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাফিরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব জায়েয নয়। এটা যুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা, মুমিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহব্বত। কাফির আল্লাহর দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআনে অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত

হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফিরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফিরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফিরদের সাথেও করা জায়েয। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, ঈমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

জিহাদে মুনাফিকদের মুনাফিকী

(১) শানে নুযূলঃ- তাবূক যুদ্ধে যোগদান না করার পক্ষে জাদ ইবনু ক্বাইস নামক এক মুনাফিক ওযর পেশ করল যে, আমি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখলেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি, শুনেছি রোমান মহিলারা খুবই সুন্দরী, আমি সেখানে গেলে তাদের প্রণয়ের ফাঁদে পড়ে আমার ধর্ম বিপন্ন হতে পারে। এ সম্বন্ধে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ - أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا - وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ *

অর্থঃ- *আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছে, যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না; ভালরূপে বুঝে নাওযে, তারা তো বিপদে পড়েই গিয়েছে; আর নিশ্চয় এ দোযখ কাফিরদেরকে বেষ্টন করবেই।* (সূরাঃ তাওবা-৪৯)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও

আছে, যে বলে হে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে (বাড়ীতেই) বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেন না কেননা, রোমক যুবতী নারীদের প্রেমে হয়তো আমি পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এ কথা বলার কারণে তারা তো বিপদে পড়েই গেছে যেমন একদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণের অবস্থায় যা ইবনু কাইসকে বলেনঃ "তুমি এ বছর কি বানূ- আসফারকে দেশান্তর করার কাজে আমাদের সঙ্গী হবে?" সে উত্তরে বলেঃ "হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেন না। আল্লাহর কসম! আমার কওম জানে যে, আমার চেয়ে স্ত্রীলোকের প্রতি বেশী আকৃষ্ট আর কেউ নেই। আমি আশংকা করছি যে, আমি যদি বানূ আসফারের নারীদের দেখতে পাই তবে ধৈর্যধারণ করতে পারবো না।" তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেনঃ "আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।" এই যা ইবনু কাইসের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে- এই মুনাফিক বাহানা বানিয়ে নিয়েছে, অথচ সে তো ফিৎনার মধ্যে পড়েই রয়েছে।

---

(২) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবুকের যুদ্ধে তহবীলে দান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করলে আব্দুর রহমান বিন আউফ তখন অনেক মাল এনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে পেশ করলেন। মুনাফিকরা বলল, লোকটি দেখছি খুব রিয়াকার। আর আবূ আকীল নামক জনৈক সাহাবী সারা রাত্রি কূপ হতে পানি তুলে ৮ সের খোরমা পেলেন। তা হতে ৪ সের পরিবারের জন্য রেখে বাকী ৪ সের যুদ্ধ তহবীলে দান করলেন। মুনাফিকরা বলতে লাগল এ লোকটি নাম করতে এসেছে। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۙ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٭

অর্থঃ- *এরা (অর্থাৎ মানুফিকরা) এমন যে, নফল সদকাকারী মুসলমানদের প্রতি সদকা সম্বন্ধে দোষারোপ করে এবং (বিশেষ করে) সে লোকদের প্রতি যাদের পরিশ্রম ও মজুরী করা ভিন্ন আর কোনই সম্বল নেই, অর্থাৎ তাদের প্রতি বিদ্রুপ করে; আল্লাহ তাদেরকে এ বিদ্রুপের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।* (সূরাঃ তাওবা-৭৯)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন-সম্মুখে বের হয়ে ঘোষণা করেনঃ "তোমরা তোমাদের সাদকাগুলো জমা কর।" তখন জনগণ তাঁদের সাদকাগুলো জমা করেন সর্বশেষ একটি লোক এক সা' খেজুর নিয়ে হাযির হন এবং বলেন - "হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! রাত্রে বোঝা বহন করার বিনিময়ে আমি দু'সা খেজুর লাভ করেছিলাম এক সা' আমার সন্তানদের জন্যে রেখে বাকী এক সা' আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর ঐ মালকে জমাকৃত মালের মধ্যে ঢেলে দিতে বললেন। মুনাফিকরা তখন বলাবলি করতে লাগলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এই এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নন। অতঃপর আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ "সাদকা দানকারীদের আর কেউ অবশিষ্ট নেই।" "আমার কাছে একশ' উকিয়া সোনা রয়েছে, সবগুলো আমি সাদকা করে দিলাম।" উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তখন তাঁকে বললেনঃ "তুমি কি পাগল?" তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ "আমার মধ্যে পাগলামি নেই আমি যা করলাম

সজ্ঞানেই করলাম। উমার (রাঃ) বললেনঃ "তুমি যা করলে তা চিন্তা করে দেখেছো কি?" তিনি উত্তর দিলেনঃ " হ্যাঁ শুনুন! আমার মাল রয়েছে আট হাজার। চার হাজার আমি আল্লাহ তা"আলাকে ঋণ দিচ্ছি এবং বাকী চার হাজার নিজের জন্য রাখছি।" তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ "তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে তাতে আল্লাহ বরকত দান করুন! " মুনাফিকরা তখন বলতে লাগলোঃ " আল্লাহর কসম! আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) যা দান করলেন তা রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।"

আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে বড় ও ছোট দানকারীদের সত্যবাদিতা এবং মুনাফিকদের কষ্টদায়ক কথা প্রকাশ করে দিলেন।

মুনাফিকদের জানাযা

(১) শানে নুযূলঃ- আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মুনাফিকের মৃত্যু হলে তার পুত্র (যিনি এখন খাঁটি মুসলমান) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বলল, "আমার পিতার দাফনের জন্য আপনার একটি জামা দান করুন এবং আপনি স্বয়ং তার জানাযার নামায পড়ান। আশা করা যায় এতে তার পরলৌকিক মঙ্গল হবে।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জামা মোবারক তাকে দিলেন এবং জানাযার নামাযে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু উমর (রাঃ) তাঁর জামা ধরে রেখে তাঁকে বাধা দিলেন। কিন্তু তিনি বাধা না মেনে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইর জানাযার নামায পড়তে গেলে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ *

অর্থঃ- *আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বেন না এবং তার কবরের নিকটও দাঁড়াবেন না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরির অবস্থাতেই মরেছে।* (সূরাঃ তাওবা-৮৪)

ব্যাখ্যাঃ- জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, যখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই মারা যায় তখন তার পুত্র, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে এসে আরয করেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! যদি আপনি আমার পিতার জানাযা না পড়ান তবে এটা চিরদিনের জন্যে আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের কারণ হবে।" তিনি বললেনঃ "এর পূর্বেই কেন আমাকে নিয়ে আসনি?" অতঃপর তাকে কবর থেকে উঠিয়ে নেয়া হলো তিনি তার সারা দেহে নিজের মুখের থুথু দিয়ে দম করলেন। আর তাকে জামাটি পরিয়ে দিলেন। সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই-এর কাছে এমন সময় আগমন করেন যখন তাকে কবরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপর রাখেন এবং তার উপর থুথু দিয়ে দম করেন। অতঃপর তাকে নিজের জামাটি পরিয়ে দেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই নিজেই অসীয়ত করে গিয়েছিল যেন তার জানাযা স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়িয়ে দেন তার মৃত্যুর পর তার পুত্র রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হয়ে বলেনঃ " আমার পিতা অসীয়ত করে গেছেন যে, আপনি যেন তার জানাযার নামায পড়িয়ে দেন। তার এ অসীয়তও রয়েছে যে, আপনার জামা দ্বারা যেন তাকে কাফন পরানো হয়। "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেই মাত্র তার জানাযা শেষ করেছেন, তখনই জিবরাঈল (আঃ) এ আয়াত গুলো নিয়ে অবতীর্ণ হন। আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাপড়ের অঞ্চল ধরে তাঁর সালাতের ইচ্ছার সময়েই তাঁকে এ আয়াত শুনিয়ে দেন। কিন্তু এই দুর্বল।

আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই রোগাক্রান্ত অবস্থায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার কাছে যাওয়ার নিবেদন করে ডেকে পাঠায়। তিনি তার নিকট গমন করেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তাকে বলেনঃ " ইয়াহুদীদের প্রেম তোমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" সে বলেঃ "হে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! এখন ধমক ও তিরস্কারের সময় নয়। বরং আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনি আমার জন্যে দু'আ' ও ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং যখন আমি মারা যাব তখন আপনার জামা দ্বারা আমাকে কাফন পরাবেন।" সুতরাং তার মৃত্যুর পর তার ছেলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট তাঁর জামাটি চাইলেন, যেন তা দ্বারা স্বীয় পিতার কাফন বানাতে পারেন।

মুসলমানদের ঈমানী পরীক্ষা

(১) শানে নুযূলঃ- সুহাইব (রাঃ) মদীনায় যাত্রাকালে মক্কার একদল কাফির তাঁর পথ ঘেরাও করল, তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা জান আমি তীরন্দায ও আমি যোদ্ধা, সুতরাং তোমরা আমার কাছে ঘেঁষতে পারবেনা, হাঁ, আমার ধন-সম্পদের বিনিময়ে আমাকে ছেড়ে দাও। এতে তারা রাযী হয়ে গেল। তিনি মদীনা পৌঁছলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন হে আবূ ইয়াহইয়া! তোমার ব্যবসা লাভ জনক হয়েছে। আল্লাহ তোমার সম্বন্ধে এ আয়াতটি নাযিল করেছেন।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ •

অর্থঃ- *আর কিছু লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয়। এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি খুবই করুণাময়।* (সূরাঃ বাক্বারা-২০৭)

ব্যাখ্যাঃ- এ আয়াতটি সুহাইব বিন সিনানের (রাঃ)এর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মদীনায় হিজরত করতে চাইলে মক্কার কাফিরেরা তাঁকে বলে, 'আমরা তোমাকে মাল নিয়ে মদীনা যেতে দেবো না। তুমি মাল- ধন ছেড়ে গেলে যেতে পার। তিনি সমস্ত মাল পৃথক করে নেন এবং কাফিররা তাঁর ঐ মাল অধিকার করে নেয়। সুতরাং তিনি ঐ সব সম্পদ ছেড়ে দিয়েই মদীনায় হিজরত করেন। এই কারণেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। উমর (রাঃ) ও সাহাবা-ই- কিরামের একটি বিরাট দল তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে 'হুররা' নামক স্থান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে মুবারকবাদ জানিয়ে বলেনঃ 'আপনি বড়ই উত্তম ও লাভজনক ব্যবসা করেছেন।'

একথা শুনে তিনি বলেনঃ 'আপনাদের ব্যবসায়েও যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করেন। আচ্ছা বলুন তো, এই মুবারকবাদের কারণ কি? ঐ মহান ব্যক্তিগণ বলেনঃ 'আপনার সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট আয়াত নাযিল হয়েছে। তিনি যখন রসূলুল্লাহর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে পৌঁছেন তখন তিনিও তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করেন।

---

(২) শানে নুযূলঃ- ইয়াহুদী আলিম আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের নিকট কেউ বারশত উক্বীয়া স্বর্ণ আমানত রেখেছিল, তিনি তা যথাযথ ভাবে ফেরৎ দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে ফাখ্খাস ইবনু আসূরা নামক ইয়াহুদীর নিকট জনৈক মুর্খ কুরাইশ একটি মাত্র দিনার আমানত রেখেছিল, সে তা আত্মসাৎ করেছিল। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖ اِلَيْكَ ـ

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۔ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ *

অর্থঃ- *আর আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ এরূপ যে, যদি তুমি তার নিকট রাশি রাশি ধনও গচ্ছিত রাখ, তবু সে তা তোমার নিকট ফিরিয়ে দিবে। আর তাদেরই কেউ এরূপ যে, যদি তুমি তার নিকট একটি মাত্র দীনারও গচ্ছিত রাখ, তবে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দিবে না। যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাক। এটা (গচ্ছিত ধন ফেরৎ না দেয়া) এ জন্য যে, তারা বলে, আমাদের উপর আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারো (ধন-সম্পদ) সম্বন্ধে (ধর্মতঃ) কোনরূপ অভিযোগ নেই। এবং তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তারাও জানে।*

(সূরাঃ আল-ইমরান-৭৫)

ব্যাখ্যাঃ- ইয়াহুদীরা যে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করে থাকে এখানে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন ইয়াহুদীদের প্রতারণায় না পড়ে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্যই বিশ্বস্ত রয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ বড়ই আত্মসাৎকারী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন বিশ্বস্ত যে, তার কাছে রাশি রাশি সম্পদ রাখলেও সে যেমন ছিল তেমনই প্রত্যর্পণ করবেই কিন্তু কেউ কেউ এত বড় আত্মসাৎকারী যে, তার নিকট শুধুমাত্র একটি 'দীনার' গচ্ছিত রাখলেও সে তা ফিরিয়ে দেবে না। তবে যদি মাঝে মাঝে তাগাদা করা হয় তবে হয়তো ফিরিয়ে দেবে নচেৎ একেবারে হজম করে নেবে। সে যখন একটা দীনারেরও লোভ সামলাতে পারল না তখন বেশী সম্পদ তার নিকট গচ্ছিত রাখলে যে কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। "কিনতার" শব্দটির পূর্ণ তাফসীর সূরার প্রথমেই বর্ণিত হয়েছে। আর দীনারের অর্থ তো সর্বজন বিদিত। মুসনাদ

ইবনু আবি হাতিমে মালিক ইবনু দীনারের উক্তি বর্ণিত আছেঃ 'দীনারকে দীনার বলার কারণ এই যে, ওটা 'দীন' অর্থাৎ ঈমানও বটে এবং 'নার' অর্থাৎ আগুনও বটে।' ভাবার্থ এই যে, সত্যের সাথে গ্রহণ করলে দীন এবং অন্যায়ভাবে গ্রহণ করলে জাহান্নামের অগ্নি। এ স্থলে ঐ হাদীসটি বর্ণনা করাও যথোপযুক্ত বলে মনে করি যা সহীহ বুখারী শরীফের মধ্যে কয়েক জায়গায় এসেছে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "বানী ইসরাঈলের মধ্যে একটি লোক অন্য একটি লোকের নিকট এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ চায়। ঐ লোকটি বলেঃ 'সাক্ষী নিয়ে এসো।' সে বলেঃ 'আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট।' সে বলেঃ 'জামিন আন।' সে বলেঃ 'জামানত আল্লাহ তা'লাকেই দিচ্ছি।' সে তাতে সম্মত হয়ে যায় এবং পরিশোধের মেয়াদ ঠিক করে তাকে এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে দেয়।'

অতঃপর ঋণী ব্যক্তি সামুদ্রিক সফরে বেরিয়ে পড়ে। কাজ-কাম শেষ করে সে সমুদ্রের ধারে এসে কোন জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, মহাজনের নিকট গিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু কোন জাহাজ পেলো না। তখন সে এক খণ্ড কাঠ নিয়ে ওর ভেতর ফাঁপা করলো এবং ওর মধ্যে এক হাজার দীনার রেখে দিল এবং মহাজনের নামে একটি চিঠিও দিল। অতঃপর ওর মুখ বন্ধ করে দিয়ে ওটা সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। অতঃপর বললোঃ 'হে আল্লাহ! আপনি খুব ভাল করেই জানেন যে, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে এক হাজার দীনার কর্জ নিয়েছি। তাতে আমি আপনাকেই সাক্ষী ও জামিন রেখেছি। সেও তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে ঋণ দিয়েছে। আমি সময়মত তার ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে নৌকা খোঁজ করছি কিন্তু পাচ্ছি না। কাজেই আমি বাধ্য হয়ে আপনারই উপর ভরসা করতঃ তা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছি। আপনি তাকে তা পৌঁছে দিন।' এ প্রার্থনা জানিয়ে সে চলে আসে। কাঠটি পানিতে ডুবে যায়। সে কিন্তু নৌকার অনুসন্ধানেই থাকে যে, গিয়ে তার ঋণ পরিশোধ করবে। এদিকে ঐ মহাজন লোকটি এ আশায় নদীর ধারে আসে যে, হয়তো ঋণী

ব্যক্তি নৌকায় তার প্রাপ্য নিয়ে আসছে। যখন দেখল যে, কোন নৌকা আসেনি তখন সে ফিরে যেতে উদ্যত হলো। এমতাবস্থায় একটি কাঠ নদীর ধারে পড়ে থাকতে দেখে জ্বালানীর কাজ দেবে মনে করে তা উঠিয়ে নেয় এবং বাড়ী গিয়ে কাঠটি ফাড়লে এক হাজার দীনার ও একটি চিঠি বেরিয়ে পড়ে। অতঃপর ঋণ গ্রহীতা লোকটি এসে পড়ে এবং বলেঃ 'আল্লাহ জানেন আমি সদা চেষ্টা করেছি যে, নৌকা পেলে তাতে উঠে আপনার নিকট আগমন করতঃ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই আপনার ঋণ পরিশোধ করবো। কিন্তু কোন নৌকা না পওয়ায় বিলম্ব হয়ে গেল।' সে তখন বলেঃ 'আপনি যে মুদ্রা পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। এখন আপনি আপনার মুদ্রা নিয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে যান।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- মক্কার কাফিররা স্বচ্ছল এবং মুসলমানগণ অভাবগ্রস্ত ছিলেন। কারো কারো মনে এ কল্পনা উদয় হল, মূর্তি পূজারিরা বেশ শান্তিতে আছে; পক্ষান্তরে আল্লাহর পিয়ারা বান্দা মুসলমানগণ দুঃখ-কষ্টে দিন যাপন করছে। এর রহস্য কি? অতএব, তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন।

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ـ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ *

অর্থঃ- *কিন্তু যারা স্বীয় প্রভুকে ভয় করে, তাদের জন্য উদ্যান সমূহ রয়েছে, যার নিম্নে নহর সমূহ বইতে থাকবে। তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে সেটা নেককারদের জন্য বহুগুণে উত্তম।*(সূরাঃ আল-ইমরান-১৯৮)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলছেন- 'হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তুমি কাফিরদের, আনন্দ, সুখ সম্ভোগ এবং জাঁকজমকের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। অতিসত্বরই এসব কিছু বিনষ্ট ও বিলীন হয়ে যাবে এবং শুধু তাদের দুষ্কার্যসমূহ শাস্তির আকারে তাদের উপর অবশিষ্ট থাকবে। তাদের এ সব সুখের সামগ্রী পরকালের তুলনায় অতি নগণ্য। এ বিষয়েরই বহু আয়াত কুরআন কারীমের মধ্যে রয়েছে। যেমন এক জায়গায় রয়েছে-

অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের ব্যাপারে শুধুমাত্র কাফিররাই ঝগড়া করে থাকে, সুতরাং তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।' অন্য জায়গায় রয়েছে- "নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়, তারা মুক্তি পায় না; তারা দুনিয়ায় কিছুদিন উপকৃত হবে, কিন্তু পরকালে তো তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট; আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর প্রতিশোধরূপে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো।" আর এক স্থানে রয়েছে- "আমি তাদেরকে অল্পদিন উপকার পৌঁছাবো, অতঃপর তাদেরকে পুরো শাস্তির দিকে আকৃষ্ট করবো।" আর এক জায়গায় রয়েছে- " যে ব্যক্তি আমার উত্তম অঙ্গীকার পেয়ে গেছে, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আরাম উপভোগ করছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন শাস্তির সম্মুখীন হবে তারা কি সমান হতে পারে?"

মুসলমানদের ভুল সংশোধন

(১) শানে নুযূলঃ- আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ কতিপয় নওমুসলিম ইয়াহুদী আলিম রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে আরয করলেন, শনিবার দিনটি আমাদের নিকট সম্মানিত এবং তাওরাত

আল্লাহরই কিতাব; আমাদেরকে শনিবারের সম্মান করা এবং উটের মাংস ভক্ষণ না করার অনুমতি দিন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً - وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ - إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ *

অর্থঃ- *হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে পূর্ণভাবে দাখিল হও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। বাস্তবিকই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।*

(সূরাঃ বাক্বারা-২০৮)

ব্যাখ্যাঃ- আয়াতটির ভাবার্থ এই যে,-তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে,-ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

ইসলামের বিধানসমূহ-তা মানবজীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকার ভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতে যে শানে-নুযূল উপরে বলা হয়েছে। মূলতঃ তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতা ঃ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে

সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্যে এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ত্রুটি বেশীরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষতঃ সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ!

---

(২) শানে নুযূলঃ- বনী সালিম ইবনু আউফ গোত্রের জনৈক মুসলমানের দু'ছেলে নাসারা ছিল। সে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে কিনা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ - قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ - فَمَن يَكْفُرْ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ - لَا ٱنفِصَامَ لَهَا - وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *

অর্থঃ- *ধর্মে (ইসলাম গ্রহণে) যবরদস্তী নেই। নিশ্চয় পথভ্রষ্টতা হতে হিদায়াত পৃথক হয়ে গেছে। সুতরাং, যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সে আকড়িয়ে ধরল খুব শক্ত কড়া যার কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই। আর আল্লাহ খুব শ্রবণকারী, খুব জ্ঞাতা।*

(সূরাঃ বাক্বারা-২৫৬)

ব্যাখ্যাঃ- ইসলামের এ কার্য-পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জিহাদ ও কিতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অন্যায়-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

আদেশ দিয়েছে। উমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল, আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? উমর (রাঃ) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন অর্থাৎ, ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রতঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জিহাদ ও কিতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জিহাদ ও কিতালের নির্দেশ আয়াতের পরিপন্থী নয়। (মাযহারী)

---

(৩) *শানে নুযূলঃ-* আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর ইন্তিকাল হলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে তাঁর জন্য ইস্তিগফার করতে বললেন। সাহাবাগণ বললেন, আপনি সুদূর হাবশা দেশের একজন খৃষ্টান মৃতের জন্য ইস্তিগফার করতে বলছেন? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি একজন মুসলমান, তোমাদের ভাই। এতদ্‌সম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ـ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ـ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ـ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ *

অর্থঃ- *আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং এ কিতাবের প্রতিও যা*

তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে এবং ঐ কিতাবের প্রতিও যা তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিল; এরূপে যে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর আয়াতসমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করে না; তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় রয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণে তৎপর। (সূরাঃ আল-ইমরান১৯৯)

ব্যাখ্যাঃ- জাফর ইবনু আবি তালিব (রাঃ) নাজ্জাসীর দরবারে বাদশাহ ও তাঁর সভাসদবর্গের সামনে সূরা মারইয়াম পাঠ করেন তখন তাঁর কান্না এসে যায়, ফলে বাদশাহ সহ উপস্থিত সমস্ত জনতাও কেঁদে ফেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের অশ্রু সিক্ত হয়ে যায়। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করতঃ বলেন, 'তোমাদের ভাই নাজ্জাসী আবি সিনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর জানাযার নামায আদায় কর।

অতঃপর তিনি মাঠে গিয়ে সাহাবীগণকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করতঃ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। তাফসীর ইবনু মিরদুওয়াই- এর মধ্যে রয়েছে যে, যখন নাজ্জাসী ইন্তিকাল করেন তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বলেনঃ 'তোমাদের ভাই-এর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর।' এতে কতগুলো লোক বলে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সেই খ্রীষ্টানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলছেন যে আবিসিনিয়ায় মারা গেছে। 'তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কুরআন কারীমই যেন তাঁর মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করছে। তাফসীরইবনু জারীরে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ দিতে গিয়ে বলেনঃ 'তোমাদের ভাই আসহামা মারা গিয়েছেন।' অতঃপর তিনি বাইরে বেরিয়ে যান এবং যেভাবে তিনি জানাযার নামায পড়াতেন ঐভাবেই চার তাকবীরে জানাযার নামায আদায় করেন। এতে মুনাফিকরা প্রতিবাদ করে এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। সুনান আবি দাউদে রয়েছে, আয়িশা (রাঃ) বলেনঃ

'নাজ্জাসীর ইন্তিকালের পর আমরা এ শুনতে থাকি যে, তাঁর সমাধির উপর আলো দেখা যায়।' মুসতাদরাকহাকীমে রয়েছে যে, নাজ্জাসীর এক শত্রু তাঁরই সাম্রাজ্য হতে তাঁর উপর আক্রমণ চালায়। তখন মুসলমান মুহাজিরগণ বলেন, 'আপনি তার মুকাবিলার জন্যে চলুন আমরাও আপনার সাথে রয়েছি। আপনি আমাদের বীরত্ব দেখে নেবেন এবং যে উত্তম ব্যবহার আপনি আমাদের সাথে করেছেন তার প্রতিদানও হয়ে যাবে।' কিন্তু নাজ্জাসী তখন বলেন, 'মানুষের সাহায্য নিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার চাইতে আল্লাহর সাহায্যের নিরাপত্তাই উত্তম।

---

(৪) শানে নুযূলঃ- মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা গৃহের চাবি রক্ষক উসমান ইবনু আবী তালহার নিকট হতে চাবি নিলেন, আব্বাস (রাঃ) আবেদন করলেন, এখন থেকে এ কাজের দায়িত্ব আমাকে দেয়া হোক। তখন নিম্ন আয়াত নাযিল হয়।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا - وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا *

অর্থঃ- *নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এ বিষয়ে আদেশ করছেন যে, হকদারকে তাদের হক পৌঁছিয়ে দাও। আর যখন জনগণের মীমাংসা কর, তখন ন্যায়ের সঙ্গে মীমাংসা করিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে যে বিষয়ে উপদেশ দেন তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ পূর্ণরূপে শুনেন, পূর্ণরূপে দেখেন।* (সূরা ঃ নিসা-৫৮)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওটাও এর অন্তর্ভুক্ত যে, বাদশাহ্ ঈদের দিন নারীদেরকে খুৎবা শুনাবেন। এ আয়াতের শানে নুযুল

বর্ণিত আছে যে, যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা জয় করেন এবং শান্তভাবে বাইতুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেন তখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রীর উপর আরোহন করতঃ তাওয়াফ করেন। সে সময় তিনি হাজরে আসওয়াদকে স্বীয় লাঠি দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। তারপর তিনি তার নিকট চাবি রক্ষক উসমান ইবনু তালহাকে আহবান করেন এবং তার নিকট চাবি চান। উসমান ইবনু তালহা (রাঃ) চাবি প্রদানে সম্মত হয়েছেন এমন সময় আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল ! চাবিটি আমার হাতে সমর্পণ করুন, যেন যমযমের পানি পান করানো ও কা"বা গৃহের চাবি রক্ষণাবেক্ষণ এ উভয় কাজ আমাদের বংশের মধ্যে থাকে। একথা শোনামাত্রই উসমান ইবনু তালহা (রাঃ) হাত টেনে নেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার চাইলে একই ব্যাপার ঘটে। তিনি তৃতীয়বার চাইলে নিম্নের কথাটি বলে চাবিটি প্রদান করেন ঃ আল্লাহ তা'আলার আমানতের সঙ্গে দিচ্ছি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বা গৃহের দরজা খুলে দেন। ভেতরে প্রবেশ করে সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। ইবরাহীম (আঃ) এর মূর্তিও ছিল, যার হাতে তীর ছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদেরকে ধ্বংস করুন। এ তীরের সঙ্গে ইবরাহীম (আঃ) এর কি সম্বন্ধ রয়েছে? অতঃপর তিনি এ সমুদয় জিনিসকে ধ্বংস করে ওদের স্থানে পানি ঢেলে দেন এবং ঐগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেন। অতঃপর তিনি বাইরে এসে কা'বার দরজার উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেনঃ "আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার সত্য করে দেখিয়েছেন। তিনি বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সমুদয় সৈন্যকে একক সত্তাই পরাজিত করেছেন।

---

(৫) শানে নুযূলঃ- মুহাজিরগণ মদীনায় চলে আসলে আনসারদের সাথে তাদের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করে দেয়া হয়। জীবনে মরণে তারা পরস্পর অংশীদার হন। পরে মুহাজিরদের প্রকৃত ভাই-বেরাদারগণ

মুসলমানরূপে মদীনায় আসলে মুহাজিরদের নিকট উত্তরাধিকার দাবী করেন। আনসার এতে অসম্মত হন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ ۔ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّا اَنْ تَفْعَلُوْٓا اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ۔ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا *

অর্থঃ- *রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সল্লাম মুমিনদের সাথে তাদের আত্মার চেয়েও বেশী সম্পর্ক রাখেন এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সল্লাম-এর স্ত্রীগণ তাদের (মুমিনদের) মাতা। আল্লাহর কিতাবের বিধান অনুসারে আত্মীয়-স্বজনগণ পরস্পর (ওয়ারিস হবার জন্য) অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণ অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট, কিন্তু যদি তোমরা নিজের (ঐ) বন্ধুদের সাথে কোন সদ্ব্যবহার করতে চাও, তবে তা জায়েয আছে; এ কথাগুলো লওহে মাহফূযে লিখিত রয়েছে।* (সূরাঃ আহযাব-৬)

ব্যাখ্যাঃ- সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয়, কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই, বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনা কালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্ককেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কুরআন কারীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ সূরায়ে

আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে المؤمنين এর পরে আবার المهاجرين উল্লেখ এক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে এখানে 'মু'মিনীন' বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশও দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে। (কুরতুবী)

অর্থাৎ, উত্তরাধিকার তো কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোন অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে- নিজ জীবদ্দশায়ও দান ও উপঢৌকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য ওয়াসীয়তও করা যাবে।

---

(৬) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় ফুফাত ভগ্নী যয়নব বিনতে জাহাশকে স্বীয় পালক পুত্র যায়িদ ইবনু হারিসের সাথে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করলেন। যায়িদ ক্রীতদাস বলে পরিচিত ছিলেন; সুতরাং যয়নব এবং ভ্রাতা আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশ এ বিবাহে আপত্তি করলেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ۔ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ

وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا *

অর্থঃ- এবং কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর জন্য সম্ভব নয় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে (ইচ্ছানুযায়ী করার) তাদের কোন অধিকার থাকেনা (বরং তা পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়।); আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা অমান্য করে, সে তো স্পষ্ট গোমরাহীতে পড়ল। (সূরাঃ আহযাব-৩৬)

ব্যাখ্যাঃ- যায়িদ বিন হারিসা (রাঃ) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অজ্ঞতার যুগে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অতি অল্প বয়সে 'ওকায' নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাঁকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে 'মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুত্র যায়িদ' নামে সম্বোধন করা হত। কুরআনে করীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমাংশের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে? এসব হুকুম নাযিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) যায়িদ ইবনু মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারিসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়ঃ সমগ্র কুরআনে নবীগণ (আঃ) ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র যায়িদ ইবনু হারিসের নাম রয়েছে। কোন কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এই বর্ণনা করেছেন যে, কুরআনের নির্দেশানুসারে রসূলুল্লাহর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর পুত্রত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়ার ফলে এক সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন করীমে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা

প্রদর্শন করতেন। আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন যে, যখনই তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়িদ বিন হারিসকে কোন সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন–তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন। (ইবনু কাসীর)

বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্মার্থ শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

যায়িদ ইবনু হারিস (রাঃ) যৌবনে পদার্পণের পর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) কে তাঁর নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। যায়িদ (রাঃ) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইবনু জাহ্‌শ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়। যাতে হিদায়াত হয়েছে যে, যদি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরিয়তে এ কাজ যে লোক পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যার মোহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের খেজুর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন।

(ইবনু কাসীর)

---

(৭) শানে নুযূলঃ- রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের ইচ্ছা করলে হাতিব ইবনু আবী বালতাআহ জনৈকা স্ত্রী লোকের হাতে গোপনে মক্কা বাসীদের নিকট এ সংবাদ লিখে পাঠাল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহী দ্বারা অবগত হয়ে আলীকে কতিপয় সাহাবী সহ পাঠিয়ে চিঠিটি উদ্ধার করেন। হাতিবকে এটা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি জানতাম এতে ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, ইসলামের জয় অনিবার্য। মনে করলাম এ চিঠি পেলে মক্কাবাসীরা আমার দ্বারা নিজদেরকে উপকৃত মনে করে তথায় অবস্থিত আমার পরিবার বর্গের কোন ক্ষতি করবে না। এটা শুনে উমর তাকে হত্যা করার জন্য রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ব্যক্তি বদরী। আল্লাহ বদরীদের গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সূরা মুমতাহিনার প্রথমাংশ নাযিল হয়।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ.........الخ

অর্থঃ- *হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে থাক, অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য ধর্ম এসেছে তারা তা অবিশ্বাস করে।*

(সূরাঃ মুমতাহিনা-১)

ব্যাখ্যাঃ- তফসীর কুরতুবীতে কুশাইরী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের পর মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাম্নী একজন গায়িকা প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বললঃ না। আবার জিজ্ঞাসা করা হলঃ তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ?

সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বললঃ আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে। আমি ঘোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বললঃ বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাফিররা হোদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্খা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বেই মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতিব ইবনু আবী বালতা'আ (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামানী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাফিররা নির্যাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের

সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর যুলূম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতিব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাফিরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হিফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতিব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।

(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বুখারী ও মুসলিমে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, আবূ মুরসাদকে ও যুবাইর ইবনু আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশ্বে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কবাসীদের নামে হাতিব ইবনু আবী বালতাআর পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সে স্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বললঃ আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে ভাবলামঃ রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললামঃ হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দিব।

অগত্যা সে নিরূপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে এলাম। উমর (রাঃ) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আরয করলেনঃ এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাফিরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতিব আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ আমার ঈমানে এখনও কোন তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনের হিফাযত করে।

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতিবের জবানবন্দী শুনে বললেনঃ সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। উমর (রাঃ) ঈমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমিত চাইলেন। রসূলুলাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তাআলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা

দিয়েছেন। একথা শুনে উমর (রাঃ) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরয করলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলই আসল সত্য জানেন। -(ইবনু-কাসীর) কোন কোন রিওয়ায়াতে হাতিবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে; আমি এ কাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা জেনে গেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুঁশিয়ার করা হয় এবং কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

---

(৮) শানে নুযূলঃ- এক সময় কতিপয় মুসলমান আলোচনা করলেন যে, আমাদেরকে আল্লাহর প্রিয় কোন কাজের নির্দেশ করলে তৎক্ষণাৎ আমরা তা পালন করব। আর তৎপূর্বে কতিপয় মুসলমান ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছিল। এছাড়া জিহাদের নির্দেশ নাযিল হলে কতিপয় মুসলমান এটা কষ্ট মনে করেছিল। এসব বিষয়কে লক্ষ্য করে সূরা "সফ' নাযিল হয়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالَا تَفْعَلُوْنَ-
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالَا تَفْعَلُوْنَ *

অর্থঃ- *সমস্ত বস্তু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে, যা আকাশ সমূহে আছে আর যা যমীনে আছে, আর তিনিই প্রবল প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়। হে মুমিনগণ! এরূপ কথা কেন বল, যা কর না? আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত অসন্তুষ্টির কারণ যে, এরূপ কথা বল, যা করনা।* (সূরাঃ সফ্-১-৩)

ব্যাখ্যাঃ- তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ একদল সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বস্তবায়িত করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্জন্যে জান ও মাল সব বিজর্সন করতাম। (মাযহারী)

ইবনু কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে সমগ্র সূরা সফ্ পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন, যা তখনই নাযিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো বৈধ নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাধীন নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার কব্জায় নয়। এ কারণেই কুরআন মাজীদ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,

আগামীকালের করণীয় কাজ বর্ণনা করতে হলে "ইনশাআল্লাহ্" অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ চান বলে বর্ণনা করবেন। বলা হয়েছে ঃ

সাহাবা কিরামের নিয়ত ও ইচ্ছা বুলি আওড়ানো না হলেও দৃশ্যতঃ তাই বোঝা যাচ্ছিল। আল্লাহ্র কাছে এটা পছন্দনীয় নয় যে, কেউ কোন কাজ করার বড় গলায় দাবী করবে, "ইনশাআল্লাহ্" বলা ব্যতীত। মোটকথা, তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, যে কাজ তোমরা করবে না, তা করার দাবী কর কেন? এতে এ ধরনের কাজের দাবী সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেল, যা করার ইচ্ছাই মানুষের অন্তরে নেই। কারণ, এটা একটি মিথ্যা দাবী বৈ নয়, যা নাম ও যশ অর্জনের খাতিরে হতে পারে। বলাবাহুল্য, উপরোক্ত ঘটনায় সাহাবায়ে কেরাম যে দাবী করেছিলেন, তা না করার ইচ্ছায় ছিল না। কাজেই এটাও আয়াতের অর্থে অন্তর্ভুক্ত যে, অন্তরে ইচ্ছা ও সংকল্প থাকলেও নিজের উপর ভরসা করে কোন কাজ করার দাবী করা দাসত্বের পরিপন্থী। প্রথমতঃ তা বলারই প্রয়োজন নেই। কাজ করার সুযোগ পেলে কাজ করা উচিত। কোন উপযোগিতা বশতঃ বলার দরকার হলেও "ইন্শাআল্লাহ্" সহ বলতে হবে। তাহলে এটা আর দাবী থাকবে না।

---

(৯) ***শানে নুযূলঃ-*** একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনা করলে আবূ বকর, আলী (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় প্রধান সাহাবী সংসার বর্জন পূর্বক কেবল আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকার জন্য কসম করে বসলেন। উক্ত প্রসংগে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَـٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ

لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٭

অর্থঃ- *হে ঈমাদারগণ! আল্লাহ যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তন্মধ্যে উত্তম বস্তুগুলিকে হারাম করো না এবং সীমা লঙ্ঘন করো না; নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।* (সূরাঃ মায়িদা-৮৭)

ব্যাখ্যাঃ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীদের একটি দলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তাঁরা বলেছিলেন - আমরা আমাদের পুংলিঙ্গ কর্তন করবো এবং দুনিয়ার কাম, লোভ -লালসা পরিত্যাগ করবো। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁদেরকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা বলেনঃ হ্যাঁ, আমরা এরূপই সংকল্প করেছি। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "কিন্তু জেনে রেখো যে, আমি তো রোযাও রাখি এবং (কোন কোন সময়) নাও রাখি, রাত্রে নামাযও পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আমি স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধও হই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে সে আমারই অন্তর্ভুক্ত এবং যে ব্যক্তি আমার নীতি গ্রহণ করে না সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন সাহাবী তার পত্নীদেরকে তার গোপনীয় আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন (সম্ভবতঃ তাঁর রাত দিনের আমল সম্পর্কে অবহিত হয়ে) তাঁদের মধ্যে কোন একজন বলেনঃ আমি এখন থেকে আর কখনও গোশত খাবো না। আর একজন বলেনঃ আমি কখনও স্ত্রীলোকদের সাথে বিবাহিত হবো না। অন্য একজন বললেনঃ আমি কখনও বিছানায় শয়ন করবো না (বরং মাটিতে শয়ন করবো)। এসব কথা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কানে পৌছলে তিনি বলেনঃ "ঐ লোকদের কি হয়েছে যে তাদের কেউ এ কথা বলে এবং

ও কথা বলে? কিন্তু আমি তো রোযাও রাখি এবং কোন কোন সময় নাও রাখি, আমি নিদ্রাও যাই এবং নামাযও পড়ি, আমি গোশ্‌তও খাই এবং নারীদেরকে বিয়েও করি। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নীতি থেকে সরে পড়ে সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয়।

মুসলমানদের তওবা ও ক্ষমা

(১) শানে নযূলঃ- মুসলমানদের মধ্যে দশ ব্যক্তি তাবূক যুদ্ধ হতে বিনা ওযরে পশ্চাদপদ রয়েছিল। তন্মধ্যে সাতজন মসজিদে গিয়ে নিজেদের খুঁটির সাথে বেঁধে নিল এবং কসম করল যে, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমাদেরকে যেন কেউ না খোলে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এসে তাদের অবস্থা জেনে কসম করলেন, আমিও আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তাদেরকে খুলব না। অতঃপর নিম্ন আয়াত নাযিল হয়।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا - عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ*

অর্থঃ- *এবং আরো কিছু লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা মিশ্রিত আমল করেছে, কিছু ভাল আর কিছু মন্দ; আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।* (সূরাঃ তাওবা-১০২)

ব্যাখ্যাঃ- যে দশজন মুমিন বিনা ওজরে তাবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণেবিরত ছিলেন তাদের সাতজন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে আয়াতে। বাকী তিনজনেরও হুকুম রয়েছে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের

অপরাধ স্বীকার করেননি। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাদের সাথে সালাম দেয়া-নেয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শুধরে যায় এবং অন্তর থেকে অপরাধ স্বীকার করে তাওবাহ করে নেন। ফল তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

*

(২) শানে নুযূলঃ- পূর্বোক্ত দশজনের বাকী তিনজন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে অপরাধ স্বীকার করল। তিনি সাহাবীদেরকে তাদের সাথে মেলমেশা করতে নিষেধ করে দিলেন। এ সম্পর্কে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ - وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ*

অর্থঃ- *এবং আরো কিছু লোক আছে, যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মূলতবী রয়েছে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন নতুবা তওবা কবূল করবেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।* (সূরাঃ তাওবা-১০৬)

ব্যাখ্যাঃ- আল্লাহ তা'আলা যখন ঐসব মুনাফিকের অবস্থার বর্ণনা শেষ করলেন যারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল, আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তখন তিনি ঐ পাপীদের বর্ণনা শুরু করলেন যারা শুধু মাত্র অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে হক পন্থী ও ঈমানদার ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ঐ মুনাফিকদের ছাড়া অন্যরা যে জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল তারা নিজেদের দোষ ও

অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এমনই লোক যে, তাদের ভালো আমলও রয়েছে। আর ঐ সৎ আমলের সাথে কিছু দোষক্রটিও জড়িয়ে দিয়েছে, যেমন জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকা। কিন্তু তাদের এই দোষ- ক্রটিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আর ঐ মুনাফিকদের অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। যাদের কোন নেক আমলই নেই।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, সামুরা ইবনু জুনদব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজ রাত্রে দু'জন আগন্তুক আমার নিকট আগমন করে এবং আমাকে এমন এক শহর পর্যন্ত নিয়ে যায় যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমি এমন কতগুলো লোক দেখতে পেলাম যাদের দেহের অর্ধাংশ খুবই সুন্দর ছিল। কিন্তু বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যান্ত কুৎসিত। ওদিকে তাকাতেই মন চাচ্ছিল না। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদেরকে বললোঃ তোমরা এই নদীতে ডুব দিয়ে এসো।" তারা ডুব দিয়ে যখন বের হয়ে আসলো তখন তাদের দেহের সর্বাংশ সুন্দর দেখালো। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললোঃ "এটা হচ্ছে জান্নাতে আদন। এটাই হচ্ছে আপনার মনযিল।" অতঃপর তারা বললোঃ "এই যে লোকগুলো, যাদের দেহের অর্ধাংশ ছিল খুবই সুন্দর এবং বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, তার কারণ এই যে, তারা নেক আমলের সাথে বদ আমলও মিশিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" ইমাম বুখারী (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষেপে এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

---

(৩) শানে নুযূলঃ- তাবূক যুদ্ধযাত্রী মুজাহিদগণের মধ্যে যারা যুদ্ধে যোগদান করেনি, কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে, তাদের প্রশংসায় নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۔ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ *

অর্থঃ- *আল্লাহ অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের প্রতিও যারা নবীর অনুগামী হয়েছে এমন সংকট মুহূর্তে, এর পর যে, তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হবার উপক্রম হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়।*

(সূরাঃ তাওবা-১১৭)

ব্যাখ্যাঃ- মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ আয়াতটি তাবূকের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ জনগণ যখন তাবূকের যুদ্ধে বের হন তখন কঠিন গরমের সময় ছিল। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর এবং পানি ও পাথরের বড়ই সংকট ছিল। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, যখন মুজাহিদরা তাবূকের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন ছিল কঠিন গরমের সময়। মুজাহিদরা কত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এমন কি বলা হয় যে, একটি খেজুরকে দু টুকরা করে দু'জন মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হতো, খেজুর হাতে হাতে বাড়িতে দেয়া হতো। একজন কিছু চুষে নিয়ে পানি পান করতেন। তারপর অন্য একজন ঐ খেজুর চুষতেন এবং পরে পানি পান করতেন। এভাবেই তাঁরা সান্তনা লাভ করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া করেন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, উমর ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-কে তাবূকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমরা তাবূকের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে বের হই। কঠিন গরমের মৌসুম ছিল। আমরা এক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমরা পিপাসায় এমন কাতর হয়ে পড়ি যে, মনে হলো

আমরা প্রাণে আর বাঁচবো না। কেউ পানির খোঁজে বের হলে সে বিশ্বাস করে নিতো যে, ফিরার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যাবে। লোকেরা উট যবেহ করতো। উটের পাকস্থলীর এক জায়গায় পানি সঞ্চিত থাকতো। তারা তা বের করে পান করতো। তখন আবূ বকর (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার দু'আ কবূল হবার যোগ্য। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন। তখন আল্লাহর নবী আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ "তোমরা কি এটাই চাও ?" আবূ বকর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ "হ্যাঁ" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দু'আর জন্যে তাঁর হাত দু'টি উঠালেন। দু'আ শেষ না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থামলো। জনগণ পানি দ্বারা তাদের পাত্রগুলো ভর্তি করে নিলো। তারপর আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। দেখলাম যে, সামনে আর কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি।

———※———

(৪) শানে নুযূলঃ- যুদ্ধ হতে পশ্চাদ্‌পদ দশজনের মধ্যে যে তিন জন তওবা করেনি, কেবল অপরাধ স্বীকার করেছিল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে মুসলমানদের কথা-বার্তা বলতে সকলকে নিষেধ করে চল্লিশ দিন পর বললেন, তারা নিজেদের স্ত্রী হতে দূরে থাকবে। এতে সমগ্র জগত যেন তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে পড়ল। পঞ্চাশ দিন পর তাদের তওবা কবূল হওয়ার খবর নিয়ে নিম্ন আয়াতটি নাযিল হয়।

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ـ حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ـ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ـ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ *

অর্থঃ- *আর সে তিন ব্যক্তির প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপারে মুলতবী রাখা হয়েছিল; এ পর্যন্ত যে, যখন ভূ-পৃষ্ট নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না, তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; তৎপর তাদের প্রতিও অনুগ্রহ করলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতেও রুজু থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।*

(সূরাঃ তাওবা-১১৮)

ব্যাখ্যাঃ- আব্দুল্লাহ ইবনু কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) তাবূকের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ না করার কাহিনী এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে গমন না করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তাবূকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হইনি। অবশ্য বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। তবে এ যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি কোন দোষারোপ করা হয়নি। ব্যাপারটা ছিল এই যে, ঐ সময় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের একটি যাত্রী দলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী পূর্বে কোন দিন নির্ধারণ করা ছাড়াই তাঁর শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়। আকাবার রাত্রে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথেই ছিলাম, তিনি ইসলামের উপর আমাদের বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে উপস্থিত অপেক্ষা আকাবার রাতে উপস্থিত আমার নিকট বেশী পছন্দনীয় ছিল, যদিও জনগণের মধ্যে বদরের খ্যাতি বেশী রয়েছে। এখন তাবূকের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমি যে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তার ঘটনা এই যে, যেই সময় আমি তাবুকের যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই স্বচ্ছল। ইতিপূর্বে আমার কখনো দু'টি সওয়ারী ছিল না। কিন্তু এই যুদ্ধে আমি দু'টি সওয়ারীও রাখতে

পারতাম। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধ যাত্রার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাধারণভাবে এ সংবাদ ছড়িয়ে দিতেন না। এই যুদ্ধে গমনের সময় কঠিন গরম ছিল এবং এটা ছিল খুবই দূরের সফর। আর এ সফরে বন জঙ্গল অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়েছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদেরকে এ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তারা তাদের সুবিধামত শত্রুর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি নিজের ইচ্ছার কথা মুসলিমদের নিকট প্রকাশ করেছিলেন। মুসলিমরা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এতো অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, তাঁদেরকে তালিকাভুক্ত করা কঠিন ছিল। কা'ব (রাঃ) বলেন, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদের অনুপস্থিতির খবর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারবেন। বরং এই ধারণা ছিল যে, সৈন্যদের সংখ্যাধিক্যের কারণে অনুপস্থিতদের খবর তিনি জানতেই পারবেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয়। এই যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এমন সময় যাত্রা শুরু করা হয়েছিল যখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়া ছিল তখন অনেক আরামদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করে দেন। সকালে উঠে আমি জিহাদের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হতাম কিন্তু শূন্য হাতে ফিরে আসতাম। প্রস্তুতি এবং সফরের আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি কিছুই করতাম না। মনকে এ বলে প্রবোধ দিতাম যে, যখনই ইচ্ছা করবো তখনই ক্ষণিকের মধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলবো। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। জনগণ পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে, এমন কি মুসলিমরা এবং স্বয়ং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দেন। আমি মনে মনে বলি যে, দু' একদিন পরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমিও তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে যাবো।

ইতিমধ্যে মুসলিম সেনাদল বহু দূরে চলে গেছেন। আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হই। কিন্তু এবার প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই ফিরে আসি। শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ এরূপই হতে থাকে এবং দিন অতিবাহিত হতেই থাকে। সৈন্যরা যুদ্ধ করতে লাগলেন। এখন আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করে তাঁদের সাথে মিলিত হয়ে যাবো। তখনও যদি আমি যাত্রা শুরু করতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠলো না। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুদ্ধে গমনের পর যখন আমি বাজারে যেতাম তখন এ দেখে আমার বড়ই দুঃখ হতো যে, কোন মুসলিম দৃষ্টিগোচর হলে হয় তার উপর কপটতার অভিশাপ পরিলক্ষিত হতো, না হয় এমন মুসলিমকে দেখা যেতো যারা বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার্হ অথবা খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ ছিল। তাবূকে পৌঁছার পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে স্মরণ করে জিজ্ঞেস করেন ঃ কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ)-এর কি হয়েছে ? তখন বানূ সালমা গোত্রের একটি লোক উত্তরে বলে ঃ "হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! স্বচ্ছলতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে মদীনাতেই আটকিয়ে রেখেছে।" এ কথা শুনে মুয়াজ ইবনু জাবাল (রাঃ) তাকে বলেনঃ "তুমি ভুল ধারণা পোষণ করছো। হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! তার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই রাখি।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, এখন কি করি ? আমি মিথ্যা বাহানার কথা চিন্তা করলাম যাতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি। সুতরাং আমি সকলের মত জানতে লাগলাম এবং যখন অবগত হলাম যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেই পড়েছেন তখন মিথ্যা চিন্তা মন থেকে দূর করে দিলাম। এখন আমি ভালরূপে বুঝতে পারলাম যে, কোন বাহানা দ্বারা আমি রক্ষা পেতে পারি না। তাই আমি সত্য বলারই সিদ্ধান্ত নিলাম। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মসজিদে অবস্থান

করলেন। দু'রাক'আত সালাত আদায় করে তিনি লোকদেরকে নিয়ে বৈঠক করলেন। এখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে ওযর পেশ করতে লাগলো এবং কসম খেতে শুরু করলো। এরূপ লোকদের সংখ্যা আশিজনের কিছু বেশী ছিল। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাহ্যিক কথার উপর ভিত্তি করে তা কবূল করে নিচ্ছিলেন এবং তাদের অবহেলার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনাও করছিলেন। কিন্তু তাদের মনের গোপন কথা তিনি আল্লাহ তা'আলার দিকে সমর্পণ করছিলেন। অতঃপর আমার পালা আসলো। আমি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর আমাকে বললেনঃ "এখানে এসো।" আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কেন (যুদ্ধে না গিয়ে) পিছনে রয়ে গিয়েছিলে ? তুমি কি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে আসবাবপত্র ক্রয় করনি ?" আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! যদি আমি এ সময় আপনি ছাড়া আর কারো সাথে কথা বলতাম তবে এমন বানানো ওযর পেশ করতাম যে, তা কবূল করতেই হতো। কেননা, কথা বানানো, তর্ক বিতর্ক এবং ওযর পেশ করার যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহর কসম ! আমি জানি যে, এই সময় মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো বটে, তবে আল্লাহ আপনাকে সত্বরই আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। হে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কোন গ্রহণযোগ্য ওযর ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কোনই বাহানা নেই। আমার এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "এ লোকটি বাস্তবিকই সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অপেক্ষা কর।" সুতরাং আমি চলে আসলাম। বানু সালমা গোত্রের লোকেরাও আমার সাথে আসলো এবং আমাকে বললো ঃ "আল্লাহর কসম! ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে কোন অপরাধ করতে দেখিনি। অন্যান্য লোকেরা যেমন আল্লাহর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে ওযর পেশ করলো তেমনি

আপনিও কেন তাঁর কাছে কোন একটি ওযর পেশ করলেন না ? তাহলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের ন্যায় আপনার জন্যেও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনাই আপনার জন্যে যথেষ্ট হতো।" মোটকথা লোকগুলো এর উপর এতো জোর দিলো যে, আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে কিছু ওযর পেশ করার ইচ্ছা করেই ফেললাম। তাই আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত আর কারো কি এরূপ পরিস্থিতি হয়েছে ? তারা উত্তরে বললোঃ "হ্যাঁ, আপনার মত আরো দু'টি লোক সত্য কথাই বলে দিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা ? উত্তরে বলা হলোঃ "তারা হচ্ছে মুররাহ্ ইবনু রাবী' এবং হিলাল ইবনু উমাইয়া আল ওয়াকেফী।" বলা হয়েছে যে, এ দু'টি লোক সৎলোক রূপে পরিচিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি তাদেরই পদাংক অনুসরণ করলাম। সুতরাং আমি পুনরায় আর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গমন করলাম না। এখন আমি জানতে পারলাম যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে আমাদের সাথে সালাম-কালাম করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করেছে। তারা আমাদের থেকে এমনভাবে বদলে গেছে যে, দুনিয়াতে অবস্থান আমাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ মনে হয়েছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঐ দু'জন তো মুখ লুকিয়ে গৃহ-বাস অবলম্বন করতঃ সদা কাঁদতে থাকেন। কিন্তু আমি কিছুটা শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলাম বলে আমার ধৈর্য অবলম্বনের শক্তি ছিল। তাই আমি বরাবর জামা'আতে সালাত পড়তে থাকি এবং বাজারে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু আমার সাথে কেউ কথা বলতো না। আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যেতাম, তাঁকে সালাম করতাম এবং সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ছে কি-না তা লক্ষ্য করতাম। আমি তাঁর পাশেই সালাত আদায় করতাম। আমি আড়চোখে তাকাতাম এবং দেখতাম যে, আমি সালাত শুরু করলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আর আমি তাঁর দিকে মুখ করে বসলে তিনি আমার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। যখন এই বয়কটের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তখন

আমি একদা আবূ কাতাদাহ (রাঃ)-এর বাড়ীর প্রাচীরের উপর দিয়ে তাঁর কাছে গমন করি। তিনি আমার চাচাতো ভাই হতেন। আমি তাঁকে খুব ভাল বাসতাম। আমি তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর কসম ! তিনি আমার সালামের জবাব দেননি। আমি তাঁকে বলি, হে আবূ কাতাদাহ (রাঃ) ! আপনার কি জানা আছে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালবাসি ? তিনি শুনে নীরব থাকেন। আমি আল্লাহর কসম দিয়ে কথা বলি। তবুও তিনি কথা বলেন না। পুনরায় আমি কসম দেই। কিন্তু তিনি অপরিচিতের মত বলেন ঃ "আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই খুব ভাল জানেন।" এতে আমার কান্না এসে যায়। অতঃপর আমি প্রাচীর টপকে ফিরে আসি।

একদা আমি মদীনায় বাজারে ঘুরছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার একজন কিবতী, যে মদীনার বাজারে কিছু খাবারের জিনিষ বিক্রি করছিল, লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেঃ "কেউ আমাকে কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ)-এর ঠিকানা দিতে পারে কি?" লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সুতরাং সে আমার কাছে আগমন করে এবং গাস্সানের বাদশাহ্র একখানা চিঠি আমাকে প্রদান করে। আমি লেখাপড়া জানতাম। চিঠি পড়ে দেখি যে, তাতে লেখা রয়েছে– "আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনার সঙ্গী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ তো আপনাকে একজন সাধারণ লোক করেননি। আপনার মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন। আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করবো।" এটা পড়ে আমি মনে মনে বললাম যে, এটি একটি নতুন বিপদ। অতঃপর আমি চিঠিখানা (আগুনের) চুল্লীতে ফেলে দেই। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন দূত আমার নিকট এসে বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে স্ত্রী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, তালাক দিতে বলেছেন কি ? উত্তরে তিনি বললেনঃ "না, শুধুমাত্র স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন।" দূত এ কথাও বললেন যে, অপর দু'জনকেও এই

নির্দেশই দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ী চলে যাও। দেখা যাক, আল্লাহ তা'আলার কি নির্দেশ আসে। হিলাল ইবনু উমাইয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে আরয করেঃ "হে আল্লাহর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমার স্বামী একজন দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক। তাঁর সেবা করার কোন লোক নেই। আমি যদি তার সেবায় লেগে থাকি তবে আশা করি আপনি অমত করবেন না।" তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেনঃ "আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে তুমি তার সাথে সহবাস করবে না।" সে বলেঃ "তার নড়াচড়া করারই শক্তি নেই। আপনার অসন্তুষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কাঁদছেনই।" আমার পরিবারের একজন লোক আমাকে বললোঃ "আপনিও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আপনার স্ত্রীর থেকে খিদমত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেমন হিলাল (রাঃ) অনুমতি লাভ করেছেন।" আমি বললাম, আল্লাহর কসম ! আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করবো না। জানি না তিনি কি বলেন। আমি তো একজন যুবক লোক। কারো সেবা গ্রহণের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আরো দশদিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং জনগণের সম্পর্ক ছিন্নতার পঞ্চাশ দিন কেটে যায়। পঞ্চাশতম দিনের সকালে আমার ঘরের ছাদের উপর ফজরের সালাত আদায় করে ঐ অবস্থায় বসেছিলাম যে অবস্থার কথা মহান আল্লাহ তাঁর কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ "যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগলো এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো, আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত।" এমন সময় 'সালা' পাহাড় হতে একজন চীৎকারকারীর শব্দ আমার কানে আসলো। সে উচ্চঃস্বরে চীৎকার করে বলছিল ঃ "হে কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) ! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন।" এটা শোনা মাত্রই আমি সিজদায় পতিত হই এবং বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার

দু'আ কবুল করেছেন। আমার দুঃখ ও বিপদের দিন ফুরিয়েছে। ফজরের সালাতের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের তাওবা কবুল করেছেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ জানাতে দৌড়িয়ে আসে। তারা ঐ দু'জনের কাছেও যায় এবং আমার কাছেও আসে। একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে আগমন করে। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে চীৎকারকারী সবচেয়ে বেশী সফলকাম হয়। কেননা, তার মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম সংবাদ পাই। কারণ, ঘোড়ার গতি অপেক্ষা শব্দের গতি বেশী। সুতরাং যখন ঐ লোকটি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, তখন তার শুভ সংবাদ প্রদানের বিনিময়ে আমি আমার পরনের কাপড় তাকে পরিয়ে দেই। আল্লাহর কসম ! সেই সময় আমার কাছে দ্বিতীয় কাপড় আর ছিল না, অপরের কাছে কাপড় ধার করে আমি তা পরিধান করি। এরপর আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে মিলিত হয় এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাতে থাকে। আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানান। আল্লাহর কসম! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে এই অভ্যর্থনা করেননি। কা'ব (রাঃ) তালহা (রাঃ)-এর এই আন্তরিকতা কখনো ভুলে যাননি। আমি এসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সালাম করি। তাঁর মুখমণ্ডল খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ "খুশী হয়ে যাও। সম্ভবতঃ তোমার জন্মগ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে এর চেয়ে খুশীর দিন আর আসেনি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহর পক্ষ থেকে ? তিনি উত্তরে বললেন, "আল্লাহর পক্ষ থেকে।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তা যেন চাঁদের খণ্ড বিশেষ। তাঁর খুশীর চিহ্ন তাঁর চেহারাতেই প্রকাশিত হতো।

আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার তাওবা কবুলের এই বরকত হওয়া উচিত যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পথে বিলিয়ে দেই। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "এরূপ করো না, কিছু রেখে দাও এবং কিছু সাদকা কর। এটাই হচ্ছে উত্তম পন্থা।" এ কারণে খাইবার থেকে আমি যে অংশ লাভ করেছি তা আমার জন্যে রেখে দিলাম। হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! সত্যবাদিতার বরকতে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দান করেছেন। আল্লাহর শপথ ! যখন থেকে আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে সত্যবাদিতার বর্ণনা করেছি তখন থেকে কখনো মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতেও যেন তিনি আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের না করেন। (ইবনু কাসীর)

---

(৫) শানে নযূলঃ ইফকের ঘটনায় আয়িশা (রাঃ) নির্দোষ প্রমাণ হবার পর আবূ বকর ও আরো কতিপয় সাহাবী ভীষণ ক্রোধপরবশ হয়ে শপথ করে বললেন যে, যারা এ অপবাদ রটনায় যোগ দিয়েছে, তাদেরকে আর কোন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে না। এদের মধ্যে কেউ কেউ অভাব গ্রস্তও ছিল। আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের দোষত্রুটি মা'ফ করে, তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে নির্দেশ দেন।

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ •

অর্থঃ- *আর তোমাদের মধ্যে যারা মহান এবং সঙ্গতি সম্পন্ন, তারা যেন শপথ করে না বসে যে, তারা দান করবে না আত্মীয় স্বজন ও দরিদ্রগণকে এবং আল্লাহর রাস্তায় হিজরতকারীগণকে আর তাদের উচিত যে, ক্ষমা ও মার্জনা করে; তোমরা কি এটা চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ত্রুটি ক্ষমা করেন, নিশ্চয় আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।*

(সূরাঃ নূর-২২)

ব্যাখ্যাঃ- ائتلاء শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। আয়িশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ্ ও হাসসান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তাঁরা খাঁটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ্ তাআলা যেমন আয়িশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবূল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতা্ আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)- এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহ্র প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গুনাহের কোন কারণ নেই। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের দলকে আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বের জন্য একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে খাঁটি তওবা এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে

গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

মিসতাহ্কে আর্থিক সাহায্য করা আবূ বকরের দায়িত্ব ও ওয়াজিব কর্তব্য ছিল না। তাই আল্লাহ্ তাআলা কথাটি এভাবে বলেছেন ঃ যেসব জ্ঞানী-গুণীকে আল্লাহ্ তাআলা ধর্মীয় উৎকর্ষতা দান করেছেন এবং যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়াই উচিত নয়। আয়াতেও এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

"তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের গোনাহ্ মাফ করবেন? আয়াত শুনে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন' ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্র কসম আল্লাহ্ আমাকে মাফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি মিসতাহ্র আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন ঃ এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না।

(বুখারী, মুসলিম)

وختاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين *

সবশেষে নবীদের উপর সালাম ও আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা-